রঙ
বেরঙের
দিনগুলি
তুষার মারিক

একগুচ্ছ প্রেমের কবিতার সংকলণ

রঙবেরঙের দিনগুলি

তুষার মারিক

পরিবেশক

মালা পাবলিকেশনস্

৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন

কলকাতা—৭০০০৩৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
বইমেলা ১৯৮৯

প্রকাশক ঃ
সুভাষ মাইতি
৮জি যোগদ্যান লেন
কলকাতা-৭০০০৫৪

মুদ্রক ঃ
নিতাই সামন্ত
পুষ্প প্রিণ্টার্স
১৫এ অনাথ দেব লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ
স্বপন রায়চৌধুরী

মূল্য—১০·০০

উৎসর্গ

প্রিয়বান্ধবী সন্দেষ্কাকে

—তুষার মারিক

॥ সূচীপত্র ॥

প্রিয়তমা ১
প্রেয়সীর পত্র ১
ভুল ২
উপহার, ক্যাক্টাস ৩
চিঠি ৪
এক যে ছিল রাজকন্যা ৫
ভাবনা ৫
সাথিহারা ৬
রঙিন নেশা ৭
নিঠুর দরদী ৮
আমার প্রেমিকা ৯
অভিসারে ১০
শুধু তোমার জন্য ১০
মনের পাগলামী ১১
প্রেমের গোপনকথা ১২
মেঘলামন ১২
অনুরাগ ১৩
শাস্তি ১৪
মনভাঙার শব্দ ১৪
দিন যায় দিন আসে ১৫
শুধু একবার ১৬
দীর্ঘশ্বাস ১৬
মুহূর্ত্ত ১৭
তিলোত্তমা ১৮
হৃদয়হীনা ২০
ছেদ ২১
কে তুমি ২৩
যৌবন ২৬
বিদায় ব্যথা ২৭
বিজয়নী ২৮
অভিমানী ২৯
অপমৃত্যু ৩০
পথের বন্ধু ৩১
মরণের পরে ৩৩
এক মুঠো স্মৃতি ৩৪
শুভলগ্ন ৩৭
ভালবাসা ৩৮
স্মৃতিকণা ৪০
কেমনে ভুলিব তোমায় ৪১
দায়ী কে ? ৪২
বোবা মনের ইতিহাস ৪৩
কান্নাঝরা একটি বছর ৪৪
বিবেকের দংশন ৪৫
আচম্বিতে ৪৬
জীবনের হিসাব ৪৮
জীবনের ছোঁয়া ৪৯
নতুন পথে ৫১
ছেলেটির গল্প ৫২
তোমার অজান্তে ৫৬
ঊষর মনের ঝর্ণাধারায় ৫৭
তন্দ্রাহরণী ৫৯
রহস্যময়ী ৬০
একদল কুঁড়ি ৬২
মনের বাসরে তুমি ৬৪
প্রেম ও স্বপ্ন ৬৫
স্মৃতির অ্যালবাম থেকে ৬৬
ভিজে মাঝরাতে ৬৮
অস্ফুষ্ট স্বর ৭০
নিশীথে একাকী ৭২
পথের বাঁকে ৭৩

রঙবেরঙের দিনগুলি

প্রিয়তমা

নাম যাই হোক তব, চাইন্যকো জানতে আমি
আমার কাছে তুমি শুধুই 'তুমি'—
মোর শুধু থাকবে তুমি ওগো মোর প্রিয়া
এত কাছে, তবু কত দূরে কাঁদে মোর হিয়া।
সঁপিয়া দিয়াছি তোমারে ; মোর যত ভালবাসা
আমার কবে হবে তুমি করি সেই আশা।
তুমি ছাড়া মোর জীবনে সত্যি কেউ নেই
সম্পদে নাহি কাজ শুধু তোমারেই চাই।
গোলাপ হয়ে থাকবে ফুটে তুমি মোর বুকে
বাঁধব মোরা ছোট্ট নীড় থাকব সুখে দুঃখে।
ওগো প্রিয়তমা, তবু কেন যায়নাকো ভয়
দ্বন্দ্ব যদি আসে প্রিয়ে, ব্যর্থ সবই হয় ?
প্রভু যদি থাকেন সহায় সফল মোরা হবই
সংস্কারের প্রাচীর ভেঙে তোমায় আমি পাবই।

প্রেয়সীর পত্র

অন্য মনে ছিলাম বসে হঠাৎ তোমার চিঠি এলো
রোমাঞ্চ জাগল মনে খুশীর জোয়ার বয়ে গেল,
মিষ্টি ছোট খামটি যখন খুলে গেল চোখের পরে
ধীরে তোমার মধুর লেখা বুকের কাছে এল সরে,
সম্বোধনেই "প্রিয়তম কেমন আছ তুমি ?"
নেত্রে আমার নাইকো ঘুম, স্বপ্নে দেখি তুমি,

আঁখি ভরে আসে জল, খুঁজি শুধু তোমারে
সত্যি বল, তুমি চাও না কি আমারে ?
কথা দিয়েছিলে তুমি করবে চিরসাথী
ভূলে গেছ নাকি তুমি ? নিভে গেছে বাতি !
আসুক না বাধা ছুটব মোরা, শীঘ্র তুমি এসো
ভালবাসা নিও তুমি, আমায় ভালবেসো ।
প্রভুর কৃপায় সুখে থাকো হয়ে মোর সাথি,
পত্র পেয়েই জবাব দিও—এখানেই ইতি !

ভুল

বাগিচায় একটি গোলাপ ছিল সুখে ফুটে
থমকে গেল একটি শিশু যেতে যেতে ছুটে ।
রূপের প্রেমে পড়ল শিশু ভাবল ওটা চাই
শুধু কাঁটার বেড়া জালি আর কেহ তো নাই ?
আনন্দে জাগে শিহরণ ভাষা নাই মুখে ।
বুক ভরে রাখবে তারে ভাবে কত সুখে ।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন কত মধুর হয়ে ফুটে
অবুঝ মনের সবুজ শিশুর বুঝি স্বপ্ন গেল টুটে ।
হঠাৎ মালীর তাড়া খেয়ে শিশু যখন দৌড়ে গেল
কাঁটার ঘায়ে ছিঁড়ল দেহ গোলাপটিও হারিয়ে গেল ।
মালিক যখন আঁটছিল সাজা দেবার ফন্দি
মালী তখন এল হেসে, সঙ্গে শিশুবন্দী ।
মালিক তাকে মারল চাবুক, মারল কত লাথি
ব্যর্থ হল মনের আশা, ভাঙল তার ভুল, নিভল আশার বাতি।

উপহার

বলেছিলাম সফল হলে দেব তোমায় উপহার
ভেবেছিলে হয়ত তুমি, দেব আমি কণ্ঠহার।
নয়ত আমি দেব তোমায় ময়ূরপঙখী শাড়ি
কিংবা আমি হয়ত দেব একটি সোনার ঘড়ি।
সোনার আংটি পরিয়ে দেব হয়ত তোমার হাতে
কিংবা তোমায় কাঁকন দেব, খুশী হও যাতে।
রেগে গিয়ে করতে আড়ি দিতাম এমন কিছু
ধরে দিতাম মেনি বিড়াল থাকত পিছু পিছু
তোমায় আমি হয়ত দিতাম একটা ফোটা ফুল
ফুলের মালা দিয়ে তুমি হয়ত বাঁধতে চুল।
কিংবা আমি দিতাম তোমায় অগাধ ভালবাসা
উপহার ভেবে তুমি যা করনি আশা।
ক্ষুদ্র আমার কবিতাটি দিলাম উপহার
সাধ্য আমার এইটুকুই, নিও নমস্‌কার।

ক্যাক্‌টাস্‌

সমাজের বেড়া জালে হয়েছি বিক্ষত
নিয়মের লেলিহন শিখা করেছে দগ্ধ আমায়।
ভাল যদি বাসে কেহ সেও কি অপরাধ?
প্রেম কি করে কেউ ভেবে বৈধ অবৈধ?
দুজনার পবিত্র কামনা সেও কি পাপ?
তবে কেন এত বাধা সমাজের বুকে?

গুলবাগে রয়েছে হাজার গোলাপ চেয়েছি একটা তার
বল প্রভু, পাব না কেন তার পরশ ?
চাই না অর্থ, চাই না রাজ্য, চাই শুধু তাকেই
দিয়েছি যত উজাড় করে মোর যত প্রেম,
মন প্রাণ দিয়েছি সবই, চেয়েছি শুধু তাকেই
বিনিময়ে দিতে রাজি প্রাণসহ মোর যত কিছু।
দিয়েছ জন্ম তুমি দেখাও প্রভু পথ
নয়ত মুক্তি দাও এ হেন জগত হতে।

চিঠি

ডাকের বোঝা নিয়ে রানার যায় গুটিগুটি
পথ চেয়ে বসে থাকি, তবু আসে নাকো চিঠি।
আসবে কখন একটি চিঠি পড়বে আমার হাতে
তোমার হাতের মিঠে লেখা, মিষ্টিগন্ধ সাথে।
সেই আশাতেই সময় কাটে পথ চেয়ে চেয়ে
আসে নাকো চিঠি, তাই যায় মন নিরাশায় ছেয়ে।
ব্যথা ভরা জীবনটায় ক্ষণকাল সুখ
তাতেও তুমি তোলনাকো তোমার সোনা মুখ
ছোট্ট একটি কাগজ, ছোট্ট কটি কথা
সেইটুকুতেই ভুলে যাই আমার যত ব্যথা।
মনের কথা লিখবে তুমি আমায় চিঠির পাতায়
প্রাণ ভরে খুঁজব তখন আমার মনের খাতায়।
কলম-কালি মনের মালায় তৈরী ছোট চিঠি
বোঝনাতো আমার কাছে কত সুখের সেটি।

এক যে ছিল রাজকন্যা

এক যে ছিল রাজকন্যা
অপরূপ তার রূপের বন্যা
অঙ্গে অঙ্গে ছিল তার পান্না হীরে চুনী
রাজেশ্বরী রাজকন্যা বড়ই অভিমানি।
মাথা ভরা কেশ ছিল তার কাল মেঘবরণ
হরিণীর আঁখি দুটি কত মনোহরণ।
সোনামাখা হাসি ছিল রাঙা ওষ্ঠ জোড়া
উর্বশীর অঙ্গ যেন জ্যোৎস্নালোকে মোড়া,
অভিমানী রাজকন্যা বাড়ত যখন রাগ
শতরূপা চন্দ্রমুখী যেন ফুলের পরাগ।
কাননের ফুল আর প্রজাপতি ছিল তার সাথি
ফুলের বুকে ঘুমিয়ে তার কাটত মধুরাতি।
পাখির কূজন ঘুম ভাঙাত ফুটলে ঊষার আলো
রাজকন্যা উঠত জেগে মুছে রাতের কালো।

ভাবনা

হয়ত সেদিন ভাবতে তুমি আকাশ পানে চেয়ে
তুমিই শুধু ছিলে আমার মনের আকাশ ছেয়ে।
এখন আমি চলে গেছি অজানা সেই দেশে
জীবন আমার নিয়েছে বিদায় তোমাকেই ভালবেসে
আমার সে মুখখানি হয়ত পড়বে মনে
এক ফোঁটা অশ্রু উঁকি দেবে হয়ত চোখের কোণে।
হয়ত বিষণ্ণ মনে পড়বে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস
পুরানো স্মৃতিতে ভরবে মনের আকাশ।

স্মৃতির আবেগে ফুটবে মুখে হয়ত কিছু ভাষা
পড়বে মনে, ছিল কত আমার প্রেমের আশা।
পড়বে হয়ত মনে আমার প্রিয় ফুল
তোমার জন্যে হয়ত ভেঙেছে আমার নদীর কূল।
ভাবনার স্রোতগুলো শেষ হবে মনের মোহনায়
ভরে যাবে তোমার কিছুটা সময় এক ঘেয়ে বেদনায়।

সাথিহারা

ফুলে ফুলে ভরে যায় গাছেরই শাখা
প্রজাপতি তারও আছে রঙিন দুটি পাখা।
ফাল্গুনের আছে বাহার, সৌরভে আছে ভরে গোলাপের প্রাণ
ব্যর্থ এ জীবনে শুধু কেউ নেই আমার।
শুকের সাথি আছে সারী, শোভা আছে বনের,
সাগরের ঢেউ আছে, গানে আছে সুর
মায়াবী জ্যোৎস্না আছে চাঁদেরই বুকে,
বিশাল এ জগতে তবু কেউ নেই আমার।
নদীর বুকে আছে জোয়ার, বন্ধু আছে মাঝি
ফুলের সাথি ভ্রমর আছে, পথিক আছে পথের
নেই শুধু কেউ আমার সংসার মাঝে।
মেঘের আছে বৃষ্টিধারা, পাহাড়, তারও আছে নদী
পাখির ঠোঁটে সুর আছে, ফুলের আছে মধু
কবিতার ডালা আছে কবির মন ভরে,
ক্ষণেকের জীবনে শুধু কেউ নেই আমার।
রাধা আছে কৃষ্ণের, সাথি আছে সকলের
আকাশেরও চাঁদ আছে, আছে গ্রহ-তারা
শূন্য এ জীবনে শুধু কেউ নেই আমার।

রঙিন নেশা

আজি এ বসন্তে কি রঙে
করলে আমার রঙিন,
হাতে নাই রঙ তবু
দিয়েছ ভরে রঙে।
কৃষ্ণচূড়ার গাঢ় রঙ হার মানে
তোমার রঙের কাছে,
কি দোলা দিলে তুমি এ শুভ দোলে
আমার এ মনে।
মাতাল করেছে আমায়
তোমার রঙের নেশায়,
জানিনা কি যাদু আছে তোমার
ঐ তীক্ষ্ন চোখে।
আবিরে রাঙামুখ তুমি যেন রম্ভা
কিংবা রূপসী উর্বশী,
ভিজে ঠোঁটে মন চোরা ঐ হাসি
যেন তুমি দেবী!
বনে বনে ফুল ফোটে
আজি এ বসন্ত দিনে,
নতুন যৌবনের দুরন্ত ঢেউ
শুরু হল রঙে রঙে,
অঙ্গে জাগে হিল্লোল
আবির রাঙা বসন্তে
হয়ে গেছি পাগল বুঝি
তোমার রূপের মোহে!
পাহাড়ের বুকে ঝর্ণা যেমন
চঞ্চল তেমনই তুমি!

কত যে সুন্দর হয়েছ আজ
সে শুধু জানি আমি।
স্বপ্নালু আবেশে উদাস করেছে আমায়
ওগো চঞ্চলা আমার
রূপের ঐ রঙভরা জোয়ারে
ভাসালে আমায় তুমি!
তোমার কাছে থাকবো চিরঋণী!

নিঠুর দরদী

জানিনা কেমন তুমি হে দয়াময়!
পাই নাই দর্শন কোনোদিন,
জানি শুধু তুমিই প্রভু আমারই
কল্পতরু তুমি প্রভু দয়ার সাগর।
তোমার কৃপায় আছি এ জগতে আমি
বিপদে রক্ষক তুমি জানি হে ঈশ্বর,
ক্ষুদ্র এ দেহটি হয়ত আশ্রিত তোমার
কিন্তু প্রভু আছে মোর একটি অভিযোগ—
কেন তুমি দিলে চাইবার অধিকার?
তুমি কেন দিলে না তোমার খুশীমত?
দিলে যদি অধিকার, তবে কেন হয়না পূর্ণ তৃষ্ণা?
ওগো প্রভু কেন তুমি নিঠুর এত।
প্রার্থনা আমার পূর্ণ করো ওগো ভগবান
শক্তি সাহস দাও মোরে, দাও বুদ্ধি বিবেক!
ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয় কর অশীর্বাদ।
দুঃখ সুখের মাঝে শুধু মনে দাও শান্তি
নয়ত মুক্তি দাও "নিঠুর এ জগত" থেকে,
শতকোটি প্রণাম নিও চরণে তোমার!

আমার প্রেমিকা

জান কি তুমি ওগো কুহকী,
মনের মন্দিরে তুমিই যে দেবী ?
মনের মসনদে আমার তুমি শাহাজাদি
তোমার প্রেমের কাছে তাই আমি কাঁদি,
তুমি বৈশাখী ঝড়, আমি দুরন্ত বিদ্যুত
তুমি শাওনের রাত, আমি বাঁশীর সুর অদ্ভূত।
তুমি কোকিলের কুহুধ্বনি, আমি মনের হরস
আমি শিহরণ তুমি প্রাণের পরশ।
তুমি মিঠে চাঁদের আলো, আমি গভীর রাত
তুমি মহুয়ার সোমরস, আমি তার স্বাদ।
আমি স্বরলিপি, তুমি তার সুর
তুমি দিগন্ত, আমি সুদূর।
তুমি সবুজ বনানী, আমি নীলাকাশ
আমি বিশ্রাম, তুমি অবকাশ।
আমি দুঃসহ খরদাহ, তুমি শান্ত শীতলতা !
আমি নিঠুর হৃদয়, তুমি স্নেহের মমতা।
আমি ভোরের আলো, তুমি গোধূলি বেলা
তুমি ঝর্ণার ধারা, আমি মেঘমালা।
প্রেমিকা তুমি যে আমার !

অভিসারে

কথা দিয়েছিলে তুমি দেখা হবে আজ
বসেছিনু তাই আমি ফেলে সব কাজ।
নির্জনে বসে ভাবি ঐ বুঝি এলে তুমি
বয়ে গেল লগ্ন কত এলেনাকো তুমি।
বকুলভরা গাছটার নিচে বসেছিনু একা
কখন আমার মোনালিসা এসে দেবে দেখা।
ফুলের সৌরভ আর ভ্রমরের গানে তন্দ্রা এলো চোখে
হঠাৎ তোমার গুঞ্জনে তন্দ্রা গেল ভেঙে।
অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে দূরে ছিলাম বসে
হাসলে তুমি মিষ্টি হাসি কাছে আমার এসে।
ভেঙে গেল মান যত তোমার হাসির জয়ে
আমরা দুজন মিলিয়ে গেলাম দূর আকাশের গায়ে
হল কিছু "কথা", বললে তুমি, "আবার হবে দেখা,"
হাসলে তুমি মুক্ত ঝরায়ে ওগো প্রাণসখা।

শুধু তোমার জন্য

মনের দর্পনে শুধু দেখেছি তোমারই ছবি
তোমারই প্রেমে হয়েছি আমি কবি।
তোমারই জন্য ফেলেছি নোনতা চোখের জল
পাগল করেছে তোমারই হাসি উচ্ছ্বল।
মহান করেছ তুমিই আমায়
তুমিই এনেছ মোরে নতুন উষায়।
গড়েছি স্বপ্নের প্রাসাদ শুধু তোমারই জন্য
দেখেছি নতুন সূর্য শুধু তোমারই জন্য।

তোমারই জন্য ছিড়েছি বন্ধন সব
তোমারই জন্য ভেঙেছি সংস্কারের উৎসব।
তুমিই আমার জীবন-মরণ, তুমিই পৃথিবী
তোমায় পেলে দিতে রাজি আছে যা সবই।
এসো গো সুন্দরী, এসো জীবন-মাঝে
পূর্ণ করো, ধন্য করো; আমায় সকল কাজে।

মনের পাগলামী

তোমার নেশায় পাগল হয়ে সব ভুলে যাই,
সব ভুলে যাই,
তোমার কথা ভাবলে মনে
দুঃখ মুছে যায়।
এমনি করেই দিন যদি যায়, যাক্‌না।
তোমাকে কল্পনা করে
সময় হয় মধুময়।
স্বপ্নে গড়া মনে গড়ি প্রেমের তাজমহল
শাহাজাদী ভেবে তোমায় হই শাহাজাদা
এমনি করেই দিন যদি যায় যাক্‌না।
আমার মনে ব্যথা যত সুখ হয়ে ঝরে
তোমাকে ভেবেই সুখী আমি,
তোমারই চিন্তায় হই পূর্ণ।
তুমিই আমার রাণী, আমি হই রাজা
এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্‌না।

প্রেমের গোপন কথা

তুমিই আমার জীবন, তুমিই দেহ-মন
তোমায় ভেবেই কেটে যায় আমার সারাক্ষণ,
তুমিই আমার প্রথম তোমাতেই শেষ।
তোমার কাছেই থেমে গেছে আমার প্রেমের রেশ।
তুমিই আমার সুখের স্মৃতি, তুমিই ব্যথার পরশ
কামনা-বাসনা তুমিই আমার, তুমিই মনের হরষ
তুমিই আমার চাওয়া-পাওয়া, তুমিই সব আশা
উজাড় করে দিয়েছি তোমায় আমার ভালবাসা
তোমার ঘিরেই স্বপ্ন তুমিই আমার সুখ।
ক্ষণেকেও পারিনা ভুলিতে তোমারই সে মুখ।
তুমি ছাড়া বেঁচে থাকা পারিনা ভাবতে আমি
ভালবাসি তোমাকে কত, জানে শুধু অন্তর্যামী।
তোমার ঠোটের ওই জাদু করেছে আমায় পাগল
বিশাল এ জগতে মন শুধু চায় গো তোমারেই,
হয়ত বা নেইকো কিছুই তোমাকে দেবার
মন তবু কিছুতেই ছাড়ে না তোমাকে পাবার।
একবার তুমি শুধু বল "তোমায় ভালবাসি"
ধন্য হব, পূর্ণ হব, ওগো আমার শশী!

মেঘলা মন

কাটেনা দিন যেন বর্ষার অঝোর বরষে
মন যেন মেঘলা অতি করুন ব্যথার পরশে
মেঘের বুকে আঘাত করে বিদ্যুতেরই অসি
আমার বুকেও আঘাত হানে তোমারই সেই হাসি
সারাদিন ঝরে চলে ঝিরঝির বৃষ্টি
মুহূর্ত পারিনা ভুলতে তোমার এক অনাসৃষ্টি।

কারণে-অকারণে জুড়ে থাকো মন
বাঁধ ভেঙে ভেসে যায় দুরন্ত নৌকা
তুমি কি বোঝনা আমার বেদনা
অচেতন আমি, তুমি আমার চেতনা।
এমন বরষা দিনে কেন তুমি অতদূরে
মন তাই কেঁদে ওঠে বরষার সুরে সুরে।
তুফান আসে নদী বুকে ঘনবাদল রাতে
দুরন্ত মন আমার তোমায় চায় সাথে।

অনুরাগ

রাগ কোরনা লক্ষীটি! ওগো মোনালিসা
তুমি ছাড়া মিটবে না কো আমার পিপাসা।
রাগলে তোমায় রাঙা মুখ লাগে আরও ভালো
তোমার মুখের চাঁদের হাসি মোছায় রাতের কালো
প্রভাতে উঠে যদি দেখি তোমারই ইন্দ্রানী মুখ
সব ব্যথা যায় সরে, প্রাণ ভরে থাকে সুখ।
অনামিকা ওগো তুমি করে দাও ক্ষমা
তুমি যদি কর রাগ বুকে ব্যথা হবে জমা।
জ্বলে পুড়ে ছাই হবে অপরাধী মন
বিবেকের দংশনে শেষ হবে জীবন।
কোমন হৃদয় তোমার জানি প্রেয়সী
পরের ব্যথায় তোমার মনে লাগে জানি অসি।
মূর্তিমতী দেবী তুমি ওগো অনসূয়া
তোমার যে নেই জুড়ি ওগো মোর প্রিয়া।

শাস্তি

প্রেয়সী ওগো, প্রিয়তমা চন্দ্রাণী
শত্রু আমার, তুমি বেইমান শিরমণি।
দুস্কর করেছ তুমি আমার বেঁচে থাকা
মরিতেও পারিনা আমি তোমারই জন্য সখা।
সব কাজে ভুল করি তোমার কথা ভেবে
জানিনা কবে তুমি আমায় ধরা দেবে।
নরকও ভাল লাগে যদি থাকো তুমি
তুমি যেদিন যাবে ছেড়ে, মরব সেদিন আমি।
হৃদয় আমার খুন হয়েছে, তুমিই সে খুনী
শাস্তি দেব ভালবেসে সেও আমি জানি।
প্রেমের বিচারে আসামী তুমি নিতেই হবে শাস্তি
বাহুডোরে বন্দী হবে, পাবে নাকো মুক্তি।
কারাগারে থাকব দুজন পরে সুখের শেকল
ভালবেসে করব প্রণাম, প্রেম হয় না নকল।

মন ভাঙার শব্দ

কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনেছ সবাই
ঝন ঝন ঝনাৎ।
শুনেছ হয়ত আকাশ ভাঙার শব্দ
কড় কড় কড়াৎ।
শব্দ শুনেছে গাছ ভাঙার
মড় মড় মড়াৎ।
শুনেছ কি মন ভাঙার শব্দ ?
জানি পারবে না দিতে উত্তর।

মন ভাঙার সে শব্দ অতি নীরব
অতি করুণ সে শব্দের সুর
নীরবে অশ্রু পড়ার শব্দ।
হৃদয়ে চাপা ব্যথার সে শব্দ
যায় না কানে শোনা
অনুভবে শোনা যায় চোখে রেখে চোখ।

দিন যায়, দিন আসে

শুধু 'তুমি' 'তুমি' করে দিন যায় স্রোতের মত,
কোন কাজে দেয় না সাড়া আমার পোড়ামন।
প্যাকেটের শেষ সিগারেটও উড়ে যায়
ধোঁয়ার পাখা মেলে স্মৃতিতে দেখা তোমার পানে।
বীয়ারের বোতলে ভদকার গন্ধ।
হুইস্কির তীব্র ঝাঁকানি।
চোখ বুজে গলায় নামাই তোমায় একটু ভুলতে!
গোলাপী নেশার ঘোরে ব্যর্থ স্মৃতিটা টুঁটি টিপে ধরে।
চোখ বেয়ে জল ঝরে বুকের আগুনটা নেভাতে,
জানিনা নেশার ঘোরে কিনা?
স্মৃতির কামড়ে হই দিশেহারা, হয়ে যাই বোবা।
দানবের মত আলিঙ্গনে বন্ধ করে
দু-চোখে নেমে আসে অমানিশার আঁধার
ভিজে চোখে ঘুমিয়ে পড়ি আমার অজান্তে!

শুধু একবার

আমাকে দেখে ওরা অনেকেই হাসে,
উপহাসও করে হয়ত।
উষ্ণ ভালবাসাও দেয় কেউ কেউ
পিছনে কিছুটা স্বার্থ রেখে নিশ্চই।
কিন্তু তুমি শুধু একবার বল,
"সত্যি তোমায় ভালবাসি!"
অসহ্য মনের জ্বালা জুড়াই নিমেষে, শুধু একবার
তোমার হাতের আলতো ছোঁয়ায়
শুকিয়ে দাও হৃদয়ের ক্ষত যত!
আমার রুক্ষ উদাসী ভাব দেখে অনেকে বিদ্রূপ করে
লম্পট ভাবে কেউ, পাগল-উড়নচণ্ডী বলে অনেকেই
কিন্তু তুমি তো বোঝ আমার বেদনা
গোলাপী ঠোঁট নেড়ে শুধু একবার বল কাছে এসে,
"—ওগো আমি তো আছি তোমারই পাশে।"
পরিবেশের তীব্র আঁচে জ্বলন্ত কয়লা আমি!
শুধু একবার,
তোমার হরিণী চোখের মায়াবী চাওয়ায়
শান্ত শীতল সুখের সাগরে দাও ভাসিয়ে!

দীর্ঘশ্বাস

মৃত্যু যেদিন উথলে উঠে করবে আমায় গ্রাস,
অশান্ত হৃদয় যেদিন ছাড়বে শেষ নিঃশ্বাস
দেখবে সেদিন দুঃখ সুখের জ্বলন্ত হিসাব
মনের আকাশে শুধু রেখে গেছি জ্বলন্ত খোয়াব।
জীবন তরী ভিরল এসে ঊষার মরুর প্রান্তে
তৃষিত হৃদয় নিল বিদায় সুদূর অজান্তে।

দুরন্ত জীবন পথে চেয়েছিনু "সুখ" একবিন্দু।
ব্যথা ভরা কালো মেঘে ঢেকে গেছে সুখেরই সে ইন্দু।
অসহ্য যন্ত্রনায় তীব্র গরলে দগ্ধ হয়েথে মন
নিরাশার দেলায় দুলেছে আশার "সবুজ মন"।
প্রতিপদে দিয়েছে বাধা শানিত বিদ্রুপের ছুরিকা
কঠোর শ্রমে এগিয়ে পেয়েছি ব্যর্থ মরীচিকা।
বন্ধু! শুনলে তো অমির ক্ষুদ্র কালো ইতিহাস
বল, পড়বে নাকি সজল চোখে একটি দীর্ঘশ্বাস?

মুহূর্ত্ত

সন্ধ্যা তখনও হয়নি ঠিক
মিষ্টি রোদে নদীখানি করছিল ঝিকমিক।
রক্তরাঙা রবি তখন পশ্চিমেরই গায়
ক্লান্ত দেহে বিহগ সব বাসায় ফিরে যায়
মাঠের মাঝে নদীর তীরে, ছিলাম বসে সেদিন,
যেমন বসি রোজ গিয়ে
সাথে ক'জন সাথি নিয়ে।
সেদিন মোরা মেতেছিলাম রঙবেরঙের গল্প নিয়ে
হঠাৎ কালো মেঘের মালা আকাশ জুড়ে এলো ছেয়ে
ঝড়ের সাথে সাথি হয়ে বৃষ্টিও যে এলো ধেয়ে,
আমরা সবাই ফাঁকা মাঠে একেবারে গেলাম নেয়ে।
সাথিরা সব গেল ছেড়ে আমি একা রইলাম পড়ে
একাকী বসে বসে চেয়ে দেখি চারিদিকে
মেলে ধরে আঁখি
রাক্ষসী কালবৈশাখী
আঁধার গ্রাসিল ধীরে এ বৃহৎ ভুবনেরে
শিহরণ জেগেছিল রোমাঞ্চ ভরা মনে।

আকাশের বুকে খেলছিল বিদ্যুতেরই ঘটা
কালো মেঘ ঠিক যেন দৈত্যেরই জটা।
ঝড়ের মাঝে গাছগুলো করে যেন নৃত্য
বাজের শব্দ শুনে শুনে কেঁপে ওঠে চিত্ত।
প্রলয় মাঝেও মনটা উদাস করে আমার
হঠাৎ যেন মনে পড়ে তোমায়।
তখন যদি থাকতে তুমি আমার পাশে এসে।
চমকে উঠে জড়িয়ে ধরতে আমার কাছে এসে।
এক পলকে ভুলে যেতাম হোক না যতই ভয়
তুমি যদি থাকতে পাশে, কেউ আমার নয়
বৃষ্টি তখন গেছে থেমে, নাইকো ঝড়ের ফাঁদ
নীলাকাশে তারার মেলায় দিচ্ছে উঁকি চাঁদ।
হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গে 'মা' বুঝি ঐ ডাকে
মায়ের ডাকেই মিলিয়ে গেলাম
আমি নদীর বাঁকে।

তিলোত্তমা

হোক না নামটি তোমার বহ্নি, দীপা কিংবা উমা।
মুগ্ধ হয়ে তোমার রূপে দিলাম নাম "তিলোত্তমা"।
নও তুমি উর্বশী কিংবা অনন্যা।
তবুও আছে তোমার মধুর রূপের বন্যা।
দেখতে ক্ষুদ্র অতি গন্ধে মাতায় জুঁই
ক্ষুদ্র হয়েও সুন্দর কত, নেই কোন দুই।
অধরে তোমার মিষ্টি হাসি যেন মোহময়ী
আঁকা চোখের বাঁকা দেখায় তুমি জগতজয়ী।

হালকা কথায় যখন তুমি যাও গো ভীষণ রেগে
তোমায় ভারী মিষ্টি লাগে, রোমাঞ্চ ওঠে জেগে,
যখন তুমি ছিলে ছোট করতে 'ভাব' আর 'আড়ি'
এখন তুমি বড় হয়ে পরছো রঙিন শাড়ি।
কিশোরী ছিলে তুমি, এখন যুবতী, এসেছে যৌবন।
সবুজ কাঁচ ভাবনায় ঘেরা "তোমার মনের মৌ-বন।"
সবিতা, মমতা, কবিতা, পদ্ম কিংবা জয়া
নতুন কত সাথি তোমার রীনা, মালা, ছায়া।
কণ্ঠে তোমার গানের ধারা ছড়ায় যেন মধু
মিষ্টি সুরের দুস্টু গানে সবাই মুগ্ধ শুধু।
শিক্ষায় তুমি সফল হবেই, একান্ত বিশ্বাস
জীবনে তুমি হবেই বড় নহে শুধু আশ্বাস।
সম্মুখে তোমার বাধা বিশাল যেন হিমালয়
বাধা সবই ভাঙবে তুমি করবে শুধুই জয়।
জানিনা কোন ভাগ্যবান হবে জীবনসাথি
সাথির সেবা করবে তুমি জ্বেলে সুখের বাতি।
সুখে থেকো সদা হয়ো চিরসুখী
ফুলের মতই ওঠো ফুটে ওগো চন্দ্রমুখী।
অবশেষে দিলাম তোমায় আশীর্বাদের ডালা
চিরজীবন সুখী হয়ো পরে সুখের মালা।
ইচ্ছা হলে রেখো মনে, না হয় যেয়ো ভুলে
সময় হলে দেখো স্মৃতির পাতা খুলে।
ভুল যদি করে থাকি করে দিও ক্ষমা
রাগ কোরোনা ওগো 'প্রিয় তিলোত্তমা।'

হৃদয়হীনা

দরদী বন্ধু মরমী তুমি, জানতাম শুধু
ভাবতাম, বুকে ভরে আছে শুধু প্রেমেরই মধু।
ক্ষণে ক্ষণে মনে হত প্রেমেরই মৌমাছি
তোমার কথায় মনটা আমার করত নাচানাচি।
করেছিনু কত আশা সাথে নিয়ে ভালবাসা
বুঝিনিকো অন্তরে ছিলে তুমি সর্বনাশা।
আঁখিতে ছিল ধারাল ছুরি, মধু ছিল অধর-ভরে
সেই ছুরিরই তীব্র বিষে হৃদয় আমার গেছে মরে।
অলীক যত স্বপ্ন আমি দেখি কত শত
জগত জুড়ে নেই যে সুখী কেউ আমার মত।
মণিমালা যেন তুমি আমার কণ্ঠহার
থাকলে তুমি পাশে, বাধা সবই হব পার।
কিন্তু যেদিন করলে তুমি তীব্র প্রত্যাখান
হৃদয় আমার ভেঙে হল খান্‌খান্‌।
মুহূর্তে চুরমার হয়ে গেলাম আমি
বিমূঢ় বিদগ্ধ যেন হারিয়ে গেলাম আমি।
স্মৃতির বিস্মৃত অতলে যেন ডুবে গেলাম
শূন্য! শুধু শূণ্য! একমুঠো ব্যর্থতা শুধু পেলাম।
মনে হল, আকাশ ঘনিয়ে এলে কালো মেঘে
ভয়ংকর একটা ঝড় ছুটে এলো তীব্র বেগে।
গুরু গুরু গর্জন বিদ্যুতের ঝিলিক, ক্রমাগত বাজ
প্রলয় সংকেতে মনে হল ধ্বংস সবই হবে আজ।
আমি যেন ছুটন্ত এক স্পুটনিক্‌
অভিশাপে জর্জরিত করেছি তোমায়, ধিক! ধিক!
নেই কোথাও যেন নেই আমি; আছে মোর কায়া
সেই অগ্নিময় মুহূর্তে উঁকি দিলে তুমি ছায়া ছায়া।
প্রতিশোধ নিলে তুমি আমার ভুলের জন্যে
দুঃখ আমি পাই যতই তবু তুমি ধন্য।
পাষান-হৃদয়ে তোমার বাজুক সুখের বীণা
চিরসুখী হয়ো তুমি; ওগো হৃদয়হীনা।

ছেদ

বসন্তের কোন মধ্যাহ্নে চারিদিকে নিঝ্‌ঝুম, নিস্তব্ধ
রৌদ্রের তীব্র প্রখরে উষ্ণ বিষময় ।
পুকুরপাড়ের বকুলভরা গাছটার ডালে
একটা কোকিল ডাকল কুহু কুহু রবে
আমি উদাস মনে চেয়েছিলাম সেদিকে
কেটে গেল কতক মুহূর্ত্ত

নয়নে ভেসে উঠল হঠাৎ একটা চন্দ্রমুখ
আবছা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল ধীরে
দেখলাম তুমি !
মুখে ফুটে এলো অন্তরের হাসি
বুকের মধ্যে হল একটা প্রচণ্ড কম্পন
কিছু ভাবার সময় পেলাম না, পাথর হয়ে পেলাম যেন
মনে হল শুধু
মনেব আরাধ্যা দেবী এত কাছে আমার !
আহা কি স্নিগ্ধ রূপ
সাগরের গভীরতা নির্ণেয় হয়ত
এ রূপের বুঝি নাই কোন সীমা ।
মুখে নেই কোন নকল সাজের প্রলেপ
আমার প্রিয় সেই স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক রূপ !
শুধু ছোট্ট কুমকুমের ফোঁটা লাল,
এলো চুলের অনন্য বাহার
সেই কেশের কানন থেকে ভেসে এলো এক মিষ্টি গন্ধ
আমার চেনা বিশেষ গন্ধটা !
অনুভবে ডুবে গেলাম আবেশে
মুছে গেল অতীত, ভুলে গেলাম ভবিষ্যত
ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বর্তমান ।
আবেগে পাগল হয়ে খুঁজলাম
একটা লাল গোলাপ ।

পৃথিবীর সুন্দরতম হাসিটি
ফুটে উঠল তোমার মুখে।
আমাদের দূরত্ব ক্রমেই কমতে লাগল
যখন আমরা কাছাকাছি—
তোমার নিশ্বাস যখন বয়ে গেল আমার বুকে মুখে।
হঠাৎ সেই বকুল ভরা গাছটায়
একটা কাক উঠল বিশ্রী কর্কশ স্বরে ডেকে
চমক গেল ভেঙে
একটা মিষ্টি কল্পনা খান্ খান্ হয়ে গেল।
সামনে নেই কোন তুমি
আছে শুধু সবুজে সবুজে ভরা বনানীর শোভা।
তন্দ্রা ভাঙলে—
দূরে নীল আকাশের দিগন্তে
চেয়ে রইলাম সে অনেকক্ষণ
অজান্তে এক ফোঁটা অশ্রু পড়ল ঝরে।
তারপর একটা ব্যর্থ ম্লান হাসি খেলে গেল মুখে
ফিরে এলাম ধীর নতমস্তকে
ভাবলাম—
"কল্পনা শুধু কল্পনাই
একটা ছেলের কিশোর বাসনা অনেক হয়ত,
কিন্তু হয় সত্যি কটা?"

কে তুমি

কে তুমি ?
তুমি কে এ শুধু জানি আমি
আমি জানি তুমি শুধু আমার,
আমার উর্বশী, আমার অনন্যা
শুধু তুমি !
অপরের কাছে তুনি অনন্ত প্রশ্নের স্তূপ ।
কেউ ভাবে তুমি অসীম অপার
শুধু কল্পনার জালে বুঝি বুনেছি তোমার চরিত্র
আমার এ ভগ্নকায়মনে ।
ভাবে কেউ আমি অসহায় প্রেমের কীট,
মধুলোভে এসেছি প্রেমের উদ্যানে ।
তবে, এ কথাও সত্য, নিজেও জান না তুমি,
কে তুমি ?
তোমার সাথে আছে আমার হয়ত নিবিড় পরিচয় ।
তবুও তুমি ভাবতেও পারো না,
তুমিই আমার "সেই তুমি ।"
অবাক হলেও হোয়ো না হতাশ,
ভেবে দেখ প্রশ্নের উত্তর ।
আমার মুখে শুনেছ তুমি
একজন শুধু জুড়ে আছে আমার মন
প্রশ্ন করেছ তুমি
কে সে রূপসী মায়াবিনী ?
আমি শুধু বলেছি, 'অসম্ভব' সেকথা বলা
এইটুকু জানি, আছে সে এই জগতেই
মুচকি হাসিতে তুমি পড়েছ ঢলে
বলেছো "পাগল ।"

ভেবেছ হয়ত মজার গল্প বুঝি
ভাবতেও তবু চাওনি তুমি
সেই তুমি হতে পারো
স্বয়ং তুমি।
কে সে ? প্রশ্নের সাথে যদি বলতাম উত্তর
তুমি, ওগো তুমি !
মুহূর্তে হয়ত তুমি ধরতে জড়িয়ে
আবেসে বিহ্বল হয়ে।
হয়ত তুমি অপেক্ষার ছিলে, শুধু এই কথাটির
বলব বলেও হয়ত পারোনি বলতে আমায়।
কিংবা চিৎকার করে উঠতে, অসম্ভব ভেবে,
ঘৃণায় যেতে দূরে সরে,
অপমানে করতে আমায় জর্জরিত।
ক্রোধে তুমি হয়ত হতে উন্মাদিনী।
করতে আমায় বিতাড়িত
ছিন্ন হত তাও, যা ছিল পূর্ব পরিচয়।

জানিনা ঘটবে কিনা, শুধুই কল্পনা নাকি ?
জানেন শুধু ঈশ্বর ঘটবে কি সে নাটক !
তবু অসম্ভব কথাটা তোমায় বলা,
অতটা সাহস আমার হবে না কিছুতেই।
ঈশ্বর দিয়েছেন শুধু ক্ষুদ্র ক্ষমতা
পড়েছি বিরাট দ্বন্দ্বে
দ্বিধায় মন হয়েছে বিষময়।
একদিকে অনন্ত বাসনা আর জ্বলন্ত কামনা
অন্যদিকে ভীরু ভালবাসার তীব্র ভ্রূকুটি।
হায় কত কাপুরুষ আমি !
হয়ত পবিত্র আমার এ প্রেম
তবু মনে হয়, তুমি আমি রয়েছি বহুদূরে
মাঝে প্রচণ্ড গর্জনে স্ফীত বুঝি কোন মহাসাগর!

তার নেই কোন শেষ, নেই তার সীমা
হে প্রভু, কেন তুমি এত নিঠুর
কেন পারোনা আমার এ সুখ সহিতে ?
শুনেছি তুমি করুনার সিন্ধু, দয়ার সাগর,
এই কি তব দয়ার প্রসাদ প্রভু ?
কেন তুমি করেছো আমায় বঞ্চিত এ প্রেম থেকে ?
যার নিঃশ্বাসের তপ্ত বাতাস করে আমায় শিহরিত
যার ছোঁয়ায় যাই চলে সুদূরে জগতের বাইরে !
রোমাঞ্চে ভরে ওঠে মন !
সব কথা বলি তাকে,
তবে কেন তাকে পারিনা বলতে
সেই ছোট্ট কথাটি—
'তোমায় আমি ভালবাসি'।
দু অক্ষরের সে নামটি বলতে কেন ঠোঁট কাঁপে ?
একটু সাহস কোন দিলে না প্রভু ?
কেনই বা বেসেছিলাম তাকেই আমি ভাল ?
তার রূপেই কেন হলাম আমি মুগ্ধ ?
ওগো তোমাকে হয়ত আমি বলব না কোনদিন,
হয়ত তুমি হয়ে যাবে জীবন সাথি কারও
সুখে তুমি ভরে দেবে তোমার বাঁধা নীড়
ফুলে-ফুলে ভরে যাবে তোমার সংসার !
জীবনে তখনই ঘটবে আমার নাটক এক !
হৃদয়বীনা ছিঁড়ে হবে খান্‌খান্‌
মনটা মরবে পুড়ে শুকনো মরুর মতো
ভরে যাবে সারা বুক তিব্র হাহাকারে !
ভীরু মনের কিশোর ছেলেটি তখন হবে এক যুবক,
হবে না সহ্য তবু কিছুতেই !
ব্যথারূপী অক্টোপাশের তীব্র বন্ধন !
হয়ত তখন খুঁজে পাবো, একটিই শুধু পথ—
স্বাদ যার অতি "মধুময়" নাম বিষে ভরা—
নাম তার "কঠিন মৃত্যু"।

যৌবন

প্রলয় কিছু না ঘটেই হঠাৎ এলো যৌবন
কিছু না বোঝার আগেই মনে এলো গুঞ্জন।
রঙিন হল মনটা আমার যেমন শিমুল ফুল
আনমনা মনটা আমার করে শুধুই ভুল।
দুরন্ত জীবন্ত যৌবন উচ্ছল প্রাণময়
ক্ষণকাল থাকে শুধু আর বয়ে যায়।
কল্পনায় ভরে ওঠে সবুজ কচি যৌবন
দুদিনের তরে শুধু ভরে দেয় যৌবন।
দ্বিপ্রহরে দিনমণি জ্বলে যেমন তেজে
মনের আগুন দ্বিগুন হয়ে জ্বলে তেমন তেজে।
ভবিষ্যতের কথা তখন যায় সে সবই ভুলে
একটু সাড়া পেলেই দেয় সে হৃদয় খুলে।
কল্পনায় দেখি শুধু পলাশ লালে লাল
একটু ছোঁয়া লাগলে মনে হই বেসামাল।
অমাবস্যায় দেখি শশী কৃষ্ণচূড়ার ফাঁকে
স্বপ্নে দেখি পরীরা সব আমায় কাছে ডাকে।
পূর্ণিমাতে আঁধার দেখে আমার দুটি আঁখি
ভেসে যেতাম কল্পনারই কল্লোলিনী স্রোতে
শুক যেমন ছুটে যায় সারী কাছে পেতে।
জুঁই চামেলী হাঁসনুহানা তারই মাঝে তুমি
হঠাৎ দেখি, তোমার কাছে আছি শুধু আমি।
নদী যেমন ছুটে যায় সাগরের কাছে
চন্দ্রমুখী তিলোত্তমা এসো আরও কাছে।
তোমায় কাছে পেলে আমি সবার চেয়ে সুখী
আমি শুধু তোমার হব, ওগো চন্দ্রমুখী।
মনে হয় এ জগতে নেই আর কেউ
দুরন্ত যৌবন মনে তোলে অসংখ্য ঢেউ।

কল্পনার স্রোতে আমি যাই শুধু ভেসে
আছ তুমি যেথা, সেই স্বপ্নপুরীর দেশে।
ধরে রাখা বড় দায় যৌবন-বেলা
মন পাখিটা করে দুরন্ত প্রেমের খেলা।

বিদায় ব্যথা

দুদিনের তরে শুধু কেন হয় দেখা
চলে যদি যাবে তবে কেন এলে সখা।
মনটা চঞ্চল করে তুমি যাও ছেড়ে
মনের ব্যথা যত আমার দ্বিগুণ হয়ে বাড়ে।
জানোনাতো কত ব্যথা পাই, তুমি চলে গেলে
আনন্দে হই পাগল তুমি কাছে এলে।
তুমি ছাড়া সুর বাজেনা আমার বীণার তারে
সহজে কি ছাড়ে মন বাঁধে সে যারে।
নিদ্রা যায় ভেঙে করে হতবাক
জ্বলে পুড়ে মনটা হয়ে যায় খাক্।
হাহাকারে ভরে মন ধূসর মরুর মত
আমায় যেন জড়িয়ে ধরে ব্যথার কাঁটার মত।
মনে ওঠে সাইক্লোন হয়ে যাই বোবা
মনে হাজার কথার স্রোত, সবেই তোমার আভা।
হিসাবে সবই হয় ভুল, শরীর অলস অসার
হেঁটে ছেড়ে যাই, নিরালা কোন নদীপাড়।
নিরালা নিঝুমে বসে দেখি তোমার স্বপ্ন
একটু আগের মুখটি দেখে ভেবে হই মগ্ন।
ভাববেগে হঠাৎ দেখি সম্মুখেতে তুমি
চমক ভাঙে হঠাৎ, ভেঙে পড়ি আমি।

তোমার ছোঁয়া স্মৃতি শুধু আঁকড়ে ধরি বুকে
রোমাঞ্চ জাগে মনে ভাষাহীন মুখে।
অতীতের কথাগুলি বাজে শুধু কানে
মুহূর্ত্তে বেঁধে তীর যেন আমার প্রাণে।
যেওনা এখনি 'একটু থাকো আরও' মন শুধু ভাবে
ফোটে নাকো মুখে ভাষা, যাও তুমি যাবে।
'আবার এসো' বলে আমি পাই মধুর তৃপ্তি?
বিদায় ক্ষণে তোমার মুখে ফোটে যেন দীপ্তি।
আবার কবে হবে দেখা ভেবে মরে মন।
নিঃশব্দে অশ্রু আমার ভরে চোখের কোণ।
তোমায় নিয়েই স্বপ্ন যত তোমায় নিয়েই গাঁথা
'প্রেম' আমার বাড়ায় আরও এই বিদায়-ব্যথা!

বিজয়িনী

গ্লানিভরা পরাজয় লয়েছি মেনে
হয়েছি পরাজিত আমি,
বিজয়ের জয়মালা পরেছ তুমি
ওগো বিজয়ীনি।
পরাজিত দেহখানি মূল্যহীন মোর
আবর্জনা শুধু নহে আর কিছু,
মন বলে নাই কিছু, প্রেম-প্রীতি নাই
অসার দেহ শুধু পরের বোঝা।
জানিনা কার দোষে হয়েছি এমন
হয়ত বা দোষী স্বয়ং আমি
জেনে শুনে হয়ত বা বিষ করেছি পান
ফল যার মৃত্যু নিশ্চিত,

কিন্তু ওগো শাহাজাদী, কত সুখী তুমি
জীবনের প্রতিপদ কুসুম কোমল।
নাই কোন খেদ, নাই মনে কোন পাপ
দোষ কিছু নাই তব, মোর পরাজয়।
পবিত্রতায় ভরা তুমি নাইকো ব্যথার ছোঁয়া
সুখতরীর মাঝি-তুমি ওগো বিজয়ীনি।
রূপটি তোমার ফুলের মতই
মনটি কুসুম কোমল,
বুদ্ধি তোমার অশেষ জানি
শক্তি মনে অসীম।
তাইত তুমি যুদ্ধে আমায় করলে পরাজিত
বিনা অস্ত্রে করলে আমায় হত।
সবগুণেতেই শ্রেষ্ঠ তুমি আমার মনের বিচার
তুলনাহীনা, ধন্য তুমি, ওগো বিজয়ীনি।

অভিমানী

অভিমানে আজও তুমি রইলে দূরে সরে
নিজের কথা ভাবলে শুধু দেখলে নাকো মোরে।
অভিমানে রইলে দূরে বললে কতই কথা
তুমি শুধু ভাবলে নাকো পেলাম কত ব্যথা।
দোষের দোষী ছিলাম না হয় তোমার কাছে আমি
তাই বলে কি একটুও দোষ করোনিকো তুমি ?
ফুলের পাশে কাঁটা যেমন থাকে চিরকাল
সুখের পাশে দুঃখ তেমন থাকে চিরকাল
ভুল আমি করিনিকো তোমায় ভালবেসে
ভুল শুধু করেছি তোমার এতটা কাছে এসে।

আকাশ আমার হয়না নীল, মেঘে থাকে ঢেকে
হৃদয় কি কাঁদেনা তোমার আমার দুঃখ দেখে।
কাটেনা দিন আমার, তোমার কথা ছাড়া
তবু তুমি কিছুতে দাওনা তো সাড়া।
তোমায় আমি দেব সবই আশা ছিল ছেয়ে
ভুল করেছি শুধু আমি তোমায় কাছে চেয়ে
নীরবে ধূপ শুধু করে যায় দান
বলো, সেকি চায় তার প্রতিদান ?
স্বপ্ন ছিল দুজনায় থাকব সুখে দুখে
স্বপ্ন শুধুই রইল বুকে, জীবন গেল চুকে।
তোমায় আমি বাসব ভাল, কোনদিন পাবনা জানি
স্বপ্নের পরী আমার, বিজয়ীনি হলে তুমিই, অভিমানী।

অপমৃত্যু

মোহনায় এসে নদী, বল ফিরিবে কেমনে ?
একবার মন দিলে যায় কি ফেরানো তাকে ?
ভালবেসে যদি মরণ আসে, ধন্য সে মৃত্যু।
জানি আমি বাধা শত মিলনের সম্মুখে—
কিন্তু নেই কি উপার কিছু এ বাধা ভাঙার ?
তুমি কি এমন করেই থাকবে দূরে সরে।
ভেবেছ কি তাহলেই তৃষ্ণা যাবে মিটে ?
জেনো সে বিরাট ভুল তোমার মনের,
জানিনা অন্যায় কি, বুঝি না বৈধতা
চাই আমি তোমাকে প্রেমের অধিকারে,
তুমি যদি কর আমায় ঘৃণ্য প্রত্যাখান
যাব না থেমে কিছুতেই,
আমার তৃষিত চাওয়া হবে তাতে শতগুণ।

বল প্রেম কি দেয় কেউ ভেবে আগাগোড়া !
কাঁটা সে ফুটবে কিছু তুলতে ফুল জানে তা সবাই ।
হৃদয় আমার মুগ্ধ আকুল তোমার হৃদয় লোভে,
হার মেনেছে মনে যে আমার তোমার স্নিগ্ধ রূপ !
যদি তুমি নাই আস আমার জীবন মাঝে
মন তবু ভুলবে নাকো একদিনের তরে ।
সুখে তোমার সুখী হব দুঃখে নেব ভাগ !
দূরে থেকে দেখব শুধু সাজান ফুলের মত
দূর হতেই চিনে নেব তোমার গন্ধ পেয়ে !
তুমি শুধু মনে কোরো, চেয়েছিলাম তোমাকেই,
পাইনি তাতে দুঃখ অনেক, তবু তোমায় দেখে তৃপ্ত !
গুমরে মরবে আমার তোলা ভালবাসা !
সতেজ মনের সবুজ প্রেম মরবে নীরবে,
তখন ভেবো, ঘটল প্রেমের 'অপমৃত্যু' ।

পথের বন্ধু

গড়েছিলে মিথ্যে সে এক স্বপ্নের মহল,
ভেবেছিলে অলীক স্বপন তুমি ।
এ পথ বুঝি সহজ অতি কোমল কুসুমভরা সুগন্ধী ।
ভাবোনি, সবই ছিল কল্পনা মিথ্যে ।
ওহে পথিক ! পথ বড় দুর্গম, দুরূহ, অতি
কন্টকময় কদর্য বন্ধুর ।
ভেবেছিলে তুমি, সহজে যাবে তোমার লক্ষ্যপথে ।
পারলে না সে যে তোমারই দোষে ।
অহঙ্কারে ভাবো তুমিই বড়ই চতুর নিজে,
মূর্খতা এটা, মাননা কিছুতেই ।
বন্দী তুমি এ জগত কারাগারে,

এসেছে একা, যাবেও একা, কেউ নেই তোমার জগত মাঝে।
পথকে সাথি করে সামনে চলো একা,
অভাব কিসের তোমার? কেন ছোট আলোর পিছে?
জানোনা ওটা মরীচিকা ছাড়া নয় আর কিছু।
ওহে বন্ধু পথিক, ঐ রমণী বুঝি তোমার তৃষিত প্রাণ,
করবে সাথি জীবনে তোমার করেছ স্থির?
দিয়েছ তোমার সবই, ভালবাসার ছলে
হয়েছ হৃদয়বান প্রেমিক বুঝি?
জানোনা তুমি করেছ কি ভীষণ ভুল?
ফাঁসির দড়ি পরালে শেষে নিজেরই গলে।
তুমি পড়েছ ধাঁধায় প্রেমের ইন্দ্রজালে
তাই জানি আসবে আমার কথায়!
প্রেমের আবেশ জানি মধুর অতি, মাদকতা মনোরম।
প্রথম প্রেমের উষ্ণ পরশ রোমাঞ্চ ভরা অতি মধুময়!
ঘৃণা আমি করিনাকো প্রেমের সৌরভে
ভয় শুধু হয় ভীষণভাবে।
পাওনি হয়ত তুমি নিঠুর প্রেমের প্রত্যাখান,
ভয়ঙ্কর সে ব্যথা, বীভৎস জ্বালা একাকীর
নির্মম অতি, বড় নিঠুর সে অভিশাপ!
বিষেভরা যে উদ্যত নাগিনীর ফনা,
করাল সে মৃত্যুর চেয়ে, কঠিন সে আরও।
প্রেম যদি করো তুমি, শোন পথিকবর—
একবারই আসে প্রেম যদি হয় পবিত্র সে।
সুখ তুমি চেয়োনাকো প্রেমের প্রতিদানে।
মূল্য দিয়ে ভালবাসার চেয়োনা হিসাব
আসুক শত দুঃখ-ব্যথা মেনোনা কভু হার!
সম্মুখে তব অসীম পথ এগিয়ে চলো পথিক, থেমোনা আর।

মরণের পরে

ক্ষুদ্র এ জীবন মাঝে হয়ত তুমি হবেনা আমার
জানিনা কোন সে ভাগ্যবান, হবে তুমি কার ?
দুজনায় শেষ দেখা হবে একদিন
হয়ত তুমি থাকবে না, চিরবিদায় লব যেদিন !
যাবার আগে ইচ্ছে হবে বারেক তোমায় দেখি
তখন তুমি কতদূরে জানিনাকো সেকি !
ঠোঁট দুটি কাঁপবে হঠাৎ তোমায় নাম লয়ে
পাবেনাকো শুনতে তুমি সময় যাবে বয়ে ।
মরণ বেলায় তুমি যদি থাকো আমার পাশে
দুঃখ যত ভুলে যাব, মরব তোমার পাশে ।
হাতখানি রাখবে তুমি আমার শীতল শিরে
পরশে তোমার ধন্য হয়ে যাব পরপারে ।
একটি ফোঁটা অশ্রু ফেলো আমার বুকের মাঝে
একটি বার জড়িয়ে ধরো আমার জীবন-সাঁঝে ।
জীবনের শেষপ্রান্তে থেকো না আর দূরে
তখন না হয় দূরে যেয়ো যখন যাব মরে ।
বিলম্বে পাও যদি মোর মরণবার্তা
একবার এসো তবু ওগো আমার কবিতা।
নিষ্প্রাণ দেহখানি ভরে দিও ফুলে
আমার হাতে হাতটি রেখো মনের দুয়ার খুলে ।
তোমার আগে গেলাম না হয় ওপারেরই দেশে
অপেক্ষাতে থাকব তবু তোমায় ভালবেসে ।
এই জীবনে তোমায় না হয় পেলাম নাকো আমি
আবার জনম নেব মোরা, হবে আমার তুমি ।
এই জনমের ব্যর্থতাকে দেবে তুমি ঢেকে
দুঃখময় ইতিহাস আসব পিছে রেখে ।
নতুন করে করব সফল আমাদেরই প্রেম
ভুলব মোরা ব্যর্থ অতীত, ভুলব ব্যর্থ প্রেম ।

তুমি আমি জন্ম নেব হয়ত ভিন্ন প্রান্তে
একটুও ভুল করব নাকো তোমায় আমি চিনতে।
যেখানেই থাকো, যে নামেই থাক তুমি শুধু তুমি
পাবেনাকো কেউ মোরে, তোমার শুধু আমি।
করজোড়ে ভিক্ষা মাগি ঈশ্বরেরই পায়
জন্ম নিয়ে ইচ্ছা যেন পূর্ণ মোদের হয়।

এক মুঠো স্মৃতি

প্রদীপ তখন ধীরে উঠছে জ্বলে
তুলসীতলার পানে,
শাঁখের ধ্বনি আসছে কানে
পরিচিত সুরে।
আমার মনের প্রদীপখানি
জ্বেলে দিলে তুমি,
টোলপড়া সেই মিষ্টি মুখের
দুষ্টু হাসি দিয়ে।
চৈতিরাতের সন্ধ্যাটি সেই
আজও আছে মনে
আকাশজুড়ে ইন্দুমতী
ছিল হাসি মুখে।
মহুয়াফুলের গন্ধে মাতাল
ছিল আকাশ-বাতাস।
নিথর প্রান্তর বুঝি কোন স্বপ্নময়
রহস্যের দেশ।

প্রকৃতি ছিল যেন মধুময়
থমথমে উদাসীন।
তুমি কিন্তু উচ্ছল ফেনিল তরঙ্গ সম
ছিলে চঞ্চলা হরিণী যেন।
ছোট্ট কপাল মাঝে ছিল তোমার
চন্দন ঘেরা কুমকুম টিপ
খোঁপায় জড়ানো ছিল নামহীন
কোন বনফুলের মালা।
তোমার অধরের কালো তিলটা তোমাকে বুঝি
করেছিলো সুন্দর আরো
তোমাকে হঠাৎ দেখে মনে হল বুঝি স্বপ্নের পরী তুমি
ভুল করে এসেছ জগতে আজ।
একটা 'বিশেষণে' করেছিনু বর্ণনা
তোমার বর্ণালী রূপের।
শুনে তুমি হাসিতে উছল হলে
নাগিনীর মতো দেহটি বাঁকিয়ে।
ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, আর আবছা আঁধার মাঝে
উঠলে তুমি গুণগুনিয়ে,
ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা সেতার
ছিল স্বপ্নতে তোমার।
সোনাঝরা জ্যোৎস্নায় ভরেছিল
তোমারই সোনা মুখ।
তোমার চুলের সেই হালকা গন্ধটা
বয়ে এলো নাকে।
অনড় অসাড় আমি যেন
মূর্তিমান পাথর কোন।
মুগ্ধ নয়নে শুধু দেখলাম তোমাকে নয়ন মেলে
কি দেখলাম?
নেই তার বর্ণনা, নেই তার প্রকাশের ভাষা
হয়ে গেছি মূক বোবা আমি।

তোমার নরম হাতের ছোঁয়ায়
ভাঙল চমক আমার !
অনুভবে দেখি হাতখানি তোমার
হাতের মুঠোয় আমার
চোখে চোখ ছিল মুহূর্ত কয়েক
দুজনেই পলকবিহীন,
হঠাৎ তুমি শান্ত দীঘির মত
লজ্জায় হলে শান্ত।
আমি যেন হয়ে গেলাম অবশ দুর্বল অতি
মুহূর্ত কয়েক !
ক্ষণেক পরে তুমি করলে স্বপ্নভঙ্গ
অন্ধকার তখন হয়েছে গাঢ়
শেষ দুটি কথা হল দুজনায়
ঠোঁট দুটি কেঁপেছিল বোধ হয় দুজনেরই।
আকাশের চাঁদ ছিল তখন হাসিতে ভরা
সোনাঝরা জ্যোৎস্না নিয়ে,
সাক্ষী ছিল আকাশ-বাতাস
সাক্ষী ছিল আকাশের তারা
সময় হয়েছে অনেক ক্লান্ত
তাই, পা বাড়ালাম দুজনেই দ্রুত !

শুভলগ্ন

জানিনা আসবে কবে সেই শুভ লগ্ন
যেদিন তুমি বধূরূপে নব-ভাবনায় হবে মগ্ন।
সানাইয়ের সুরে সুরে উঠবে মেতে মন
সৌরভে উঠবে ভরে রঙিন ফুলের বন।
কোলাহলে মুখর সবাই ব্যস্ত নানা কাজে
আমিও অতিথি হব হয়ত সেদিন সাঁঝে।
ফুলে ফুলে ভরে যাবে তোমার দেহখানি
চন্দনমাখা অধরখানি লাজে নত ওগো মহারানী।
হাসিতে উচ্ছল হবে সেই মধুরাতে
খুশীতে মাতাল হবে চিরনতুন সেই রাতে।
ফুলের স্বর্গে তুমি ছিলে বসে যেন অচেনা পরী
রূপের সে কি বহ্নিশিখা! আহা মরি মরি!
চোখেতে রাখিলে চোখ ক্ষণিকের তরে
প্রথম প্রণাম তুমি করিলে মোরে।
সানাইয়ের সুরে যেন করুণ আর্তনাদ
আজ তুমি চলে যাবে এ এক নতুন স্বাদ।
উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি জানালো তোমার বিদায় বার্তা
শূন্য এ জীবনে আমার উঁকি দিল আর এক ব্যর্থতা।
সিঁথিতে সিঁদুর তোমার পাশে নতুন সাথী
আতর মাখানো সৌরভে ভরা শুরু হল মধুরাতি।
মিলনের সেই মধুর ক্ষণে আমি এক "অতিরিক্ত"
হারানোর শোকে কাতর বড়, আঁখি দুটি সিক্ত।
ধীরে সবাই বিদায় নিল সুখের হাসি মুখে
আমিও নিলাম বিদায় সবার থেকে সুখে!

ভালবাসা

ভালবাসা ! দেখিনি কোনদিন দু-চোখে তোমায়,
অনুভব করেছি তোমায় মর্মে মর্মে !
জানিনা তুমি কি ভাষায় বল কথা,
তবু শুনেছি তোমার কথা চোখের ঈশারায়
জৈষ্ঠ্যের খরদাহ ঘোচায় যেমন শাওনের স্নেহধারা,
জীবনের অশেষ দুঃখ পলকে বিলীন হয় তোমার ছোঁয়ায়
তুমি যে সুন্দরের অখিল-ভাণ্ডার যাদুময় ।
তোমার আগমনে হিংসা দ্বেষ যায় দূরে সরে,
তুমি কত সহৃদয় ওগো ভালবাসা !
ভালবাসা ! তুমিও শিখিয়েছ জীবনের পথচলা
তবে সে পথে এত রূঢ় বাধা, তীক্ষ্ম ক্ষত কেন ?
ওগো ভালবাসা, চলতে গেলে হোঁচট কেন লাগে,
তোমার দেখানো স্বপ্নময় সে পথে ?
ভালবাসা ! সততা শিখেছি তোমারই কাছে,
তুমিই যে শিখিয়েছ, "ত্যাগই প্রেমের অহঙ্কার !"
শিখিয়েছ তুমিই, 'ভালবাসায় প্রতিদান চাওয়াটাই ফাঁকি !'
তবে তুমি এত নিঠুর কেন ওগো ভালবাসা ?
কেন তুমি নির্বাক ওগো দরদী ভালবাসা ?
বুকের ভিতর ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ,
বাজে না কি তোমার বুকে ?
রাতের আঁধারে গুমরে ওঠা দীর্ঘশ্বাসে,
বয়ে আনে দু-চোখ ভরা অশ্রুবন্যা !
তুমি কি শিউরে ওঠ না, অনুভব করে
সে তপ্ত করুণতা ?
ভালবাসা ! তুমিই করেছ নির্ভীক আমায় ।
মাথা নিচু করা প্রেমের লজ্জা বলেছ তুমি ।

ওগো মোহময় সজীব ভালবাসা, তুমি ত শিখিয়েছ
'মৃত্যুকে যে ভয় করে, প্রেম তাকে বলে কাপুরুষ !'
তবে আমি আজ ভয় পাই কেন ?
তুমি ত আমার হৃদয়ভরা অলঙ্কার !
বুকভরে রেখেছি তোমায় মন-প্রাণ দিয়ে,
কেন তবে তোমাকে হারিয়ে ফেলার এত ভয় ?
ওগো মহান নির্ভীক সোহাগী ভালবাসা,
দরদী বন্ধু এসো আমার মনে,
শক্তি, সাহস দাও আমাকে
যেন হেরে না যাই প্রেমের কাছে !
ভালবাসা ! তুমিই এনেছ আমার মনে বিশ্বাস
তুমিই দিয়েছ আলো দুচোখে আমার !
মানুষকে আপন করে দেখার !
ওগো ভালবাসা, তোমার কোমল স্পর্শে
মুছে গেছে আমার মনের খেদ, ক্ষোভ, গ্লানি !
নিভে গেছে ক্রোধের দাবানল, তোমার সান্ত্বনায় !
যেটুকু পেয়েছি তোমার কাছে, তাতেই পূর্ণ আমি !
তোমার কাছে ঋণী, পেয়েছি যেটুকু সুখ !
ওইটুকুতেই অনেক পাওয়া ওগো ভালবাসা !
তবুও ওগো ভালবাসা, তোমার ব্যাপ্তি তো
আকাশের সীমা ছাড়ায়, হার মানায় সাগরের গভীরতা
তবু তুমি এত কৃপণ কেন ওগো সহৃদয় ?
ওগো ভালবাসা ! তোমারই জন্য দিন আসে দিন যায়,
অনেক তারার মাঝে চাঁদ হাসে তোমারই জন্য ।
বসন্ত ফিরে ফিরে আসে তোমারই টানে !
নদী ছুটে যায় সাগরের পানে, বৃষ্টি ঝরে পৃথিবীর বুকে
সে তো তোমারই জন্য !
প্রজাপতির রঙিন পাখায় লেখা আছে তোমারই নাম !
'ঈশ্বর' দেখিনি কোনদিন, বুঝিনা কেমন তিনি ।

শুধু জানি তিনি সর্বময়, মহান শক্তিময় !
তোমায় অনুভব করে বুঝেছি,
তুমি কিছু কম নও তাঁর থেকে ওগো ভালবাসা !
ওগো সোহাগী ভালবাসা !
তোমার কাছে শুধু এইটুকু প্রার্থনা অধমের
"আমাকে ছেড়ে তুমি যেয়ো না কোনদিন,
বুকভরে থেকো তুমি যুগ যুগ ধরে।"

স্মৃতিকণা

হয়ত তুমি হারিয়ে যাবে সুদূর কোনখানে
ভুলে যেয়োনাকো যেন শুধু রেখো মনে।
জানি বুকে পাথর হয়ে থাকবে তোমার স্মৃতি
তুমি যে জীবন আমার তুমিই প্রেম প্রীতি !
চোখের মণি তুমি আমার জুড়াও মনের জ্বালা
স্বপ্নে তোমায় সাজাই আমি দিয়ে কুসুমমালা।
তোমার চোখেই 'মরণ' আমার ওগো শিরোমণি
পাগল করেছ আমায় তুমি ওগো মোর রানী।
আঁধার রাতে ভিজে চোখে স্বপ্নে দেখি তোমায়
চমকে উঠি, এত কাছে তোমায় পেয়ে, বড় ভয় পাই।
তোমার চোখে হরিণীর চাওয়া, যেন ধারাল ছুরি
টোলপড়া গালে বাঁকা সে হাসি, আহা মরি ! মরি !!
অসহ্য বেদনা নিমেষে ভোলায় তোমার একটু ছোঁয়া
অহরহ ছবি আঁকে দুচোখ আমার ওগো মোর প্রিয়া।
তৃষিত হৃদয় শুধু খুঁজে ফেরে তোমাকে
'তুমিহীন' আমি যেন কিছু নই জগতে।
তোমাকে ভুলে যাওয়া মরণ আমার, ওগো তুলনাহীনা,
তোমার মনের অঙ্গনেতে রেখো 'স্মৃতিকণা !'

কেমনে ভুলিব তোমায়

ভুলি নাই আজও তোমায় ওগো দরদী
ভুলে যেতে চাই তবু পারিনা কিছুতেই !
জানি তুমি বলেছিলে, ভুলে যেতে তোমার স্মৃতি।
পারিনি রাখতে আমি তোমারই অনুরোধ !
ভুলিনি আজও আমি বেদনার সেই স্মৃতি।
জানি বড় করুণ এ স্মৃতির জ্বালা,
তুমি তবু আছ হৃদয় জুড়ে, মিশে গেছ যেন
আমারই আমাতে।
ক্ষণে ক্ষণে বদলায় প্রকৃতির রূপ
শীতের রুক্ষতা কেটে আসে ঋতুরাজ
আসে না মনে, তবু সবকিছু ভুলে
দিন যায় রাত আসে সব কিছু ভুলে
ভোলেনা কিছুই মন ক্ষণেকের তরে !
নিঁখুত স্মৃতি তোমার আঁকা আছে মনে—
চোখ দুটি বুজলে তোমায় দেখি সম্মুখে তুমি
তোমার সেই ধারাল হাসির ঝিলিক,
সেই মিঠে গানের টোল
ঠোঁটের নিচে ছোট তিলটাও যেন স্পষ্ট দেখি আমি !
নিশ্বাসে ভেসে আসে তোমার চুলের সৌরভ,
তোমার গায়ের সেই বিশেষ গন্ধটি যেন ভেসে আসে নাকে,
যার কথা হয়ত জান না তুমিও।
তোমাকে ভুলতে যেন অপারগ আমি
জানিনা কোন্ সে অলীক কারণ !
লাভ-ক্ষতি মানিনা—দোষ গুণ জানিনা
জানি শুধু তোমাকেই তুমি আমার হৃদয়পরী।
জানি প্রিয়ে পাবনা তোমায় কোনদিন
শুধু বুক ভরে রয়ে যাবে তোমার মধুস্মৃতি !

দায়ী কে?

সেই শিশুটি যে জন্মেছিল
আজ থেকে বছর কুড়ি আগে।
যৌবনের সুগন্ধে ভরা আজ সে পূর্ণ যুবক!
যে শিশুটির মুখে ছিল ঈশ্বরের ন্যায় পবিত্র হাসি,
কোমল কচি দেহটি যার ছিল স্নেহমাখা,
আজ সে দিশেহারা যৌবনের প্রাঙ্গণে।
হাজার পথের মাঝে পথহারা উদাসীন,
হালহীন পাল ছেঁড়া তরীর শঙ্কিত নাবিক।
প্রকৃতির আবাহনে এসেছিল সে আশার আলো নিয়ে,
দেখেছিল স্বপ্ন অনেক সরল চোখের আলোয়।
পৃথিবীর মঞ্চে আজ সে বিচ্যুত উল্কা!
চোখে তার রক্তময় ভয়াল বিভীষিকা।
ব্যথা ভরা বুকে তার হাজার প্রশ্ন
জীবনের কাঠগড়ায় আজ সে ঘৃণ্য আসামী!
খুন সে করেছে সে নিজেরই হৃদয়।
বলিষ্ঠ সত্যের পথ বেছে নিয়ে এসেছিল সে
আজ তার মুখে ক্রূর হাসির ফাঁকে মিথ্যের জালবোনা টোপ;
চোখে তার ভয়াল কঠিন দৃষ্টি!
বুক ভরা প্রেম নিয়ে সে সবাইকে আপন করে
বেঁধে নিতে চেয়েছিল হৃদয়ে তার।
আজ সে বিদ্রূপ করে তাদেরই দেখে!
অপরের বেদনায় যার চোখে অশ্রু যেত ঝরে
সেই চোখ আজ আগুনে ভরা যেন রুক্ষ মরুভূমি।
আজ সে উদ্‌ভ্রান্ত চঞ্চল হিংস্র অতি,
প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ নেই কিছু তার।
যেন কোন্ আদিম যুগের হিংস্র মানব সে!

প্রশ্ন হয়ত আসবে এবার
কোন অপরাধে হল সে এমন ?
কে বা দায়ী এই জীবন নাট্যের ?
জানি না ঠিক আমি প্রশ্নের উত্তর ।

•

বোবা মনের ইতিহাস

জানি না কত সুখে আছ কত দূরে,
জানিনা কেমন করে কাটে তোমার দিন ।
পড়ে কি আমাকে মনে বারেকের তরে ?
করে না কি ইচ্ছা তোমার জানতে একটিবার
কেমন করে আছি আমি ছিন্ন জীবন নিয়ে ?
চাও যদি জানতে তুমি কেমন করে কাটাই আমি দিন,
কোন ভগ্ন বাড়ির দেওয়ালের বুকে খুঁজে নিও উত্তর ।
নয়ত প্রশ্ন কোরো নীড়হারা কোন পাখির কাছে পাবে তার উত্তর !
কিংবা রৌদ্রগন্ধ কোন দিন গোলাপের কাছে জেনো সে কথা !
জীবনে সুখ মোর এসেছে কতখানি, হয়ত জান না তুমি ?
পুত্রহারা জননীর বুকফাটা সুরে খুঁজে নিও আমার সুখ ।
কিংবা মরুর বুকে তৃষিত কোন পথিকের কাছে
দেখবে সুখ আমার !
নয়ত তীর বেঁধা কোন পাখির কান্নার জলে দেখো আমার সুখ !
তোমাকে ভুলে মূল্য কত পেরেছি জীবনের ?
হয়ত তোমার ইচ্ছা হয় জানতে সে কথা !
পদতলে দলিতে পথের ধূলায় আছে সে কথা লেখা !
নয়ত শুকনো ফুলের মালায় আছে সে মূল্য লেখা ।
চাইনা জীবন আমার হোক সুখময়
মন থেকে শুধু চাই সুখে থেকো তুমি !
ভুলে শুধু যেয়োনা আমায় চিরদিনের তরে ।

মনের কোণে একটি বারও ভেবো আমার কথা,
এক ফোঁটা অশ্রু ফেলো আমার শোকে তুমি !
সেই টুকুতেই ধন্য হবে তৃষিত জীবন।
নাই তুমি কাছে এলে, দূরে আছ হৃদয়ে আছ,
তাতেই আমি সুখী !

কান্নাঝরা একটি বছর

নতুন আশায় পূর্ণ হয়ে এলো নতুন বছর
যৌবনের ফুটন্ত কুঁড়ির মেলে গেল কটা পাপড়ি !
কৈশোরের একটি বছর ভেসে গেল সময়ের স্রোতে,
বিদায় বেলায় পুরানো বছর দিল অশ্রুভরা উপহার
হৃদয়ে ভরে উঠল বেজে করুণ বাঁশীর সুর।
বিদায়ী বন্ধু ওগো বন্ধু আমার মধুর স্মৃতি বিজড়িত
সাক্ষী তুমি জীবনের হাজার গোপন কথার,
প্রাণ তাই উতলা আমার তোমায় বিদায় দিতে
জানি তুমি চলেই যাবে চিরদিনের মত !
দেখবে নাকো পিছন ফিরে সুখ-দুঃখের খাতা
আমি তবু রয়েই যাব পুরানো অতীত বুকে !
ওগো পুরানো বছর আপনমনে তুমি ছিলে সবুজ-সজীব !
কচি-কাঁচা মনটা ছিল সবুজ আশায় ভরা।
ফুলের মালায় সাজিয়ে ছিলাম তোমার আগমন
আজ সে আবেগ বিদ্রূপ হয়ে বাজে আমার বুকে
আজ সে সবুজ আশা হয়েছে ধূসর ইতিহাস !
মনে কি পড়ে তোমার আমার সেই করুণ দিনের কথা ?
বিদায় যেদিন নিল সাথী আমার জীবন হতে !
তীব্র সে পরাজয়ের জ্বালা তুমি কি করনি অনুভব ?
জীবন-নাট্যের সে বিশেষ অঙ্ক অভিনীত হয়েছে এই মঞ্চেই।

কত অঘটন ঘটেছে তোমারই বুকে,
কান্নাহাসির দোলায় দুলেছি তোমারই মাঝে।
আবেগে কেঁপেছি তোমারই বুকে,
কান্নায় ভেসেছি সম্মুখে তোমার,
বারো মাসের মালায় গাঁথা বিদারী বন্ধু ওগো!
জানি হাজার ডাকেও ফিরবে না আর তুমি
উজাড় করে ভালবাসা দিলাম তোমার সাথে
বিদায়! বন্ধু!! বিদায়!!!

বিবেকের দংশন

সেই দিনটির পর থেকে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম,
রক্তস্নাত বিবেকটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে বারবার।
তোমার ঘৃণার তীব্র ছুরিটা দেখে এখনও শিউরে উঠি;
যখনই মনে পড়ে তোমার শেষ কথা কটি
করুণ আর্তনাদে আমি মুষড়ে পড়ি।
ঘামে ভেজা মুখে তোমার সেই তির্যক দৃষ্টিটা
আজও আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে আমার বুকে!
বার বার ক্ষমা চাই তোমার কাছে তবু মন হয়না শান্ত!
কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পায়চারি শুরু করি বিরামহীন ভাবে
মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অসাড় রক্তাক্ত বিবেকটা
আবার আড়চোখে তাকায় আমার দিকে!
কালচে রক্তের জমাট বাঁধা প্লাবন দেখে
শিউরে উঠি অপলক চোখে।
সম্বিৎ ফিরে এলে শান্ত হই ধীরে
নিজেকে রুগ্ন মনে হয় অতি।

পুরোনো পাপের কথাগুলো চেষ্টা করি ভুলে যেতে,
অতীত জীবন-খাতার আঁচড়গুলো মুছতে চাই তীব্র ভাবে।
হাজার চেষ্টা বিফলে যায় পারি না ভুলতে কিছুতেই
তখনই বিমূঢ় হয়ে নীরবে অশ্রু ঝরাই !
বুকের চাপা যন্ত্রণাটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে,
খাঁচায় আবদ্ধ জীবনটা ছটফট করে মুক্তির আশ্বাসে
স্মৃতির বিষাক্ত সাপগুলো হিসহিস শব্দ করে
আমার রুগ্ন বিবেক ঘিরে !
আমি অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চাই ক্ষমা,
চাই মুক্তির আলো, অট্টহাসি হাসে বিবেক আমার !
উত্তরে বলে, হাজার ভুলের হয় ক্ষমা,
কিন্তু বিবেককে আঘাত ?
মুক্তির কোন শর্ত নাই তার আদালতে !

আচম্বিতে

জীবনের একঘেয়ে দিনগুলির
সেদিনও ছিল একটি।
ভাবনার স্রোতগুলো মোহনায় এসে থেমে গিয়েছিল
মৃদু ঢেউয়ের চিন্তাগুলো আছড়ে পড়ছিল মনের কোণে
সব ঢেউয়ের গর্জনই ছিল একসুরে বাঁধা,
সে সুরের প্রতিটি ছন্দে ছিল তোমার পরশ
সকাল থেকে বিকেলটি কেটে গেল মেঘলা দিনের মতো
সূর্যকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গঙ্গার ধারে বসলাম,
একাকী দাঁড়ানো পাইন গাছটার নিচেই থামলাম।

দূরে রক্তিম আকাশের নিচে সুনীল নদীর বুকে মাঝির গান,
পড়ন্ত বেলায় শেষ রোদ মেখে বকের সারির ঘরে ফেরা,
দখিনা বাতাসের আলতো সুড়সুড়ি
রোমাঞ্চময় যেন কোন শিল্পীর আঁকা ছবি !
একেই তো বলে 'প্রেমের স্বর্গোদ্যান' !
আশেপাশের পরিবেশ তারই ইঙ্গিত দিল,
আমার উপস্থিতি কিছুটা বেমানান হলেও, ক্লান্তিতে বসলাম !
উদাসীন দৃষ্টি, মুখে কৃত্রিম কবিত্বভাব দেখে
অনেকেই বাঁকা হাসির ফলা দিয়ে
খুঁচিয়ে গেল আমাকে !
কড়া পড়ে যাওয়া হৃদয়টায় অনুভূতি শক্তিটা
হারিয়েছিলাম অনেক আগেই !
আকাশের বাঁকা চাঁদও মুচকি হাসছিল আমাকে দেখে,
বোধহয় আমার দৈনিক বিষণ্নতা দেখে !

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছিলাম, আসল জীবন নিয়ে ভাবতে
কিন্তু পারিনি, বাধা দিয়েছো তুমি সব চিন্তার মূলে ।
তাই সব ছেড়ে ভাবতে শুরু করলাম তোমাকে নিয়েই,
চাঁদের কাছাকাছি দলছুট একটি ছোট তারার সাথে
মিল খুঁজছিলাম তোমার !
ধীরে তোমার গোলাপী মুখটা
ভেসে এলো আমার চোখের পাতায়,
আলতো অভিমানে ভরা তোমার টোলপড়া মুখটা
সরে এলো আমার প্রায় কাছাকাছি !
তোমার নিঃশ্বাসের উত্তপ্ত বাতাস বয়ে গেল
আমার চোখে-মুখে,
শিহরণে আমি কম্পমান, রোমাঞ্চে অভিভূত !
ঠিক তখনই অত্যাধুনিক এক যুবক
বেসুরো গলায় হঠাৎ জনপ্রিয় একটা সুর
ছুঁড়ে দিল আমার কানে !

আমি অতি সাধারণ তাই গাঢ় মনযোগ নেই আমার
পলকে মনের অ্যালবাম থেকে মুছে গেল তোমার ছবি।
আমার অজান্তেই কটা কটূক্তি বেরিয়ে এলো মুখ থেকে!
নতুন চিন্তার স্রোত এসে ধুয়ে মুছে সব করে দিল একাকার!
দূরে নদীর স্রোতে মিলিয়ে গেলে তুমি,
আবছা আঁধারে সব একরঙা হয়ে গেল।
দ্রুতপদে ফিরে এলাম কঠিন বাস্তবে!

জীবনের হিসাব

জীবনটা মাড়িয়ে পেরিয়ে এলাম অনেকটা বন্ধুর পথ!
ক্লান্ত চরণ দুটি থামিয়ে দিলো একঘেয়ে চলার বিরক্তি,
বিবেক মনকে ধাক্কা দিয়ে প্রশ্ন করল
দেখেছ কি জীবন খাতার হিসেবটা?
খাতার পাতা মেলে মন উদাস চোখে তাকাল দূর দিগন্তে,
খরচ সবই হয়ে গেছে, জমার পাত শূন্য!
জীবনে দিলাম না কাউকে কিছুই,
ন্যায় অন্যায় না ভেবে চেয়েছি অনেক
পেয়েছি বিবেকের অসহ্য ছোবল প্রতিদানে তার!
তবু লোভ, মোহ আর কামনা বন্ধু সেজে
মনকে ঠেলে দিয়েছে বিবেকের বিরুদ্ধে বারবার।
পাপের খাতায় জমা দেখে মন শিউরে উঠেছে কাতরভাবে!
পুণ্যের একবিন্দু পাপের অমাবস্যায় জোনাকীর আলো যেন,
ঈশ্বরের নাম বোধ হয় একমনে নিইনি কোনদিনও!
ঈশ্বরের কাছে কামনা বাসনা যা ছিল
সবই ভীষণ ভাবে আত্মকেন্দ্রিক!

ঈশ্বরকে মানিনা বলে চিৎকার করেছি অনেক,
ঈশ্বর নিঠুর, নির্দয়, বুদ্ধিহীন বলেছি অনেক।
পরে ক্ষমা চেয়েও পেয়েছি রক্তক্ষয়ী জ্বালা
সভয়ে ঈশ্বরকে মেনেছি দৃঢ়ভাবে।
কিন্তু পাপের বিশালতা সবকিছু চাপা দিয়েছে কালো আস্তরণে।
জীবনের এতটা পথে করিনি কি একটুও মঙ্গল ?
উত্তর না দিয়ে বিবেক খোঁচা দিল পথ চলার ইঙ্গিত !
পুনরায় চলতে গেলাম বেদনাময় পাপের পথেই,
বাধা পেলাম অচিরেই দৃঢ়ভাবে,
আবিষ্ট হলাম হিমময় বলিষ্ঠ দুটি বাহুডোরে,
না ফুলশয্যায় প্রিয়ার সে মধুর আলিঙ্গন নয়,
নয় সে মায়ের হাতের পরশ
নয় বন্ধুর আলিঙ্গন।
এ যে চির অনন্য মধুময়,
অনাস্বাদিত পূর্ব মৃত্যুর করাল আলিঙ্গন।
হাসি মুখেই মিটে গেল জীবনের শেষ হিসাবটা !

জীবনের ছোঁয়া

তুমি তো থাকো শহরের কোলাহলে,
পচা, ঘিঞ্জি গলির উদাসহীন প্রান্তরে!
বন্ধ কারাগারে ফাঁসির আসামীর মত !
সে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য উচ্ছলতা কৃত্রিম সবই,
আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকার প্রতি ফাঁকে পাপের মুচকি হাসি!
তোমাদের মুখে নেই প্রাণের হাসি।
ইচ্ছাকৃত দীর্ঘশ্বাসে তোমরা অপরের মন পেতে চাও সহজে।
তোমাদের জীবন চলে ছোট্ট জগতের বাঁধা ধরা কটা সূত্র মেনে।
কটা পুরোনো কবিতার পাতা দেখে
গবেষণা করো প্রকৃতির রূপ নিয়ে !

কিন্তু কোনদিন কি শুনেছ,
জ্যোৎস্না রাতে ঝিলের পাড়ে ঝাউবনের করুণ দীর্ঘশ্বাস ?
কোন কালবৈশাখের বারবেলায় গেছ কি বনানীর বুকে ?
দেখেছ কি সে জীবন্ত প্রাণের উন্মাদনা ?
শুনেছ কি বনানীর সে ভয়ঙ্কর অট্টহাসি ?
মিথ্যে প্রলেপ দিয়ে তোমরা হতে চাও মৃগনয়না ।
দেখেছ কি কোনদিন মৃগনয়নের সে মধুময় আহ্বান ?
গোলাপের কানে কানে ভ্রমর শোনায় যে কথা,
শুনেছ কি মধুময় সে ভাষা ?
জৈষ্ঠ্যের কোন নিদারুণ দুপুরে,
তুমি কি শুনেছ তৃষিত চাতকের ডাক ?
গ্রামের বুক চিরে লাল সুরকির পথ ধরে
কোনদিন কি গেছ রঞ্জনা নদীর তীরে ?
স্বপ্নমাখা রাজহংসের পাখায় যেখানে মিলিয়ে যায়
শেষ সোনালী রোদ ?
ফাগুনের কোন ক্লান্ত দুপুরে
শুনেছ কি তুমি কোকিল বঁধুর গান ?
পাগল করা কোন চন্দ্রিমা রাতে,
বাঁশবনের ফাঁকে তুমি দেখেছ চাঁদের লুকোচুরি ?
শহরের চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাইয়ে
দেখেছ কি কোনদিন,
তুলসীতলায় প্রদীপ হাতে কোন গ্রাম্য বধূর রূপ ?
ইঁট, কাঠ, পাথরের মাঝে মনও জড় তোমাদের,
প্রাণহীন হৃদয় বুঝি,
যদি প্রাণের পরশ চাও নিতে, এসো প্রকৃতির বুকে ।
দেখবে জীবন্ত কেমন সে প্রাণের ছোঁয়া !

নতুন পথে

দিগ্‌ভ্রান্ত উল্কার মত ছিলাম ছুটন্ত উদাসীন
হঠাৎ বাধা দিলে তুমি আণবিক বিস্ফোরণের মতো !
এক ঝলক সোনালী রোদ্দুর খেলে গেল মুখে
অমাবস্যা কেটে মনে উঠল পূর্ণিমার সোনালী চাঁদ !
সেই আলোয় দেখলাম তোমার সাদর আহ্বান !
পুরোন মরচে পড়া ভাবনাগুলো ঝরে গেল,
খুশীর হাওয়ায় হয়ে গেলাম সুখের বাদশা !
আলিঙ্গন করল কিছু নতুন চিন্তার বাহুডোর,
যে চিন্তার পরশে মনে জাগল শিহরণ !
শরতের সোনা ঝরা রোদে
তুমি সাদা কাশবনের মতো দোলা দিলে মনে,
নেচে উঠল কুমার-হৃদয় আমার !
অতীতের বিষাদময় পথ ভুলিয়ে তুমি নিয়ে এলে
সুখের মখমল ঢাকা এক পথে !
পিছনে ব্যর্থতার জীবন্ত উচ্ছ্বাস, সামনে সাদর নিমন্ত্রণ
মন পড়ল চরম দোটানায় !
তোমার হলুদ বরণ নরম হাতের ছোঁয়ায়
আমি দিশেহারা হলাম তীব্র যন্ত্রণায় !
তোমার আঁকা চোখের বাঁকা হাসিতে হলাম উন্মাদ,
তোমার মধুময় নাটকীয় ভাষা তীর হয়ে বিঁধল বুকে
আমি অবশ মনে অসাড় পা বাড়ালাম তোমার দিকেই,
হঠাৎ পুরানো ইতিহাস আমায় হাতছানি দিল
বিদ্রূপের তীক্ষ্ম ফলায় আমায় জর্জরিত করল
আমার অতীত ইতিহাস !
মনের গহনে হল প্রচণ্ড ভূমিকম্প !
এক ঝলক কালো অন্ধকার তোমাকে করল বিচ্ছিন্ন !
আমি শিউরে উঠলাম, সুখের মসনদ ছেড়ে
আমি ছুটন্ত উল্কার মত পাড়ি দিলাম পুরনো পথেই !

ছেলেটির গল্প

গল্প আমি শোনাব তোমায় এই আঁধার রাতেই
অমাবস্যার মতই কালো যার মর্মার্থ।
র্পকথা শ্নেছ অনেক, শ্নেছ রোমাঞ্চ গল্প
আজ শোন, কঠিন বাস্তবের জীবন্ত কাহিনী একটি।
হাসি ম্খে ঐ যে ছেলেটি যৌবনের মোড়ে দাঁড়িয়ে
গল্পটা ওরই জীবন থেকে নেওয়া—
ফাগ্নের কোন সোনাঝরা সন্ধ্যায়
এসেছিল সে তোমাদের প্থিবীতে প্রায় দ্ দশক আগে।
মায়ের কোল সে ভরেছিল তারই র্পের আলোয়
অন্ধ স্নেহে সে ছিল অতি আদ্রে সবার,
পেয়েছিল সীমাহীন ভালবাসা।
স্গন্ধী ফুলের মতই ছিল সে অক্ষে অতি সযত্নে,
তার বয়েসী অনেকেরই হিংসে হত
দেখে তার প্রেমের ঐশ্বর্য এত।
ধীরে সে তাল মেলালো বয়সের সাথে
স্খের ডালা তখনো তার
উপ্ছে পড়া ভালবাসায় ভরা।
ক্রমে সে পার হল বাড়ির গন্ডী,
মাটির প্তুলগ্লো পড়ল তার প্রেমে
ওরাই হল তার অম্ল্য সম্পদ্।
আরও কিছ্ পর জ্টল বন্ধ্ কিছ্,
কেউবা আপন অতি, কেউবা অচেনা পাখি।
পাঠশালার গন্ডী এবার করল তাকে গ্রাস,
শেকল খোলা পাখী এবার হল বাঁধাধরা।
মানিয়ে নিয়ে চলল সেও বন্ধ্দেরই সাথে।
এবার তার চোখের গতি চলল অতি দ্রুত
চিনল সেও আপন-পর, চিনল সাদা কালো,

একটু পরেই সাড়া দিল চোখের ডাকে 'মন্'।
অনুভূতি এলো তারও দুঃখ-সুখের পরশে,
খুশীতে হৃদয়ভরা এলো উচ্ছলতা,
অশ্রু হয়ে দুঃখ তারও ঝরল ফোঁটা ফোঁটা।
জীবনের ধাপে ধাপে এগোল সে শিক্ষার সিঁড়ি
দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ করে, পেঁৗছল সে কৈশোর অঙ্কে
সম্মুখে তখন সুদীর্ঘ পথ চলার ঈশারা
নেই কোন বন্ধন পিছনে, উৎসাহে ভরা ইঙ্গিত চারিদিকে
শিক্ষাকে সাথী করে চলল সে দুর্বার বেগে ;
সামনের বাধা যত ভেঙে হল চুরমার।
জীবনের সব কিছু ভুলে ছেলেটি চলল একটি পথে
বড় হবার পথ, উন্নতি তাকে করতেই হবে
করল সে পণ।
কিন্তু তার এই উচ্ছলতা দেখে
বিধাতা বুঝি হেসেছিল অলক্ষ্যে !
তাই সে পারল না এগিয়ে যেতে সব বাধা ভেঙেও
দারুণ এক দমকা হাওয়া বদলে দিল
তার পথ চলার ঠিকানা !
ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে গেল তার স্বপ্নভরা আশা,
ভুলে গেল সে তার আদর্শের বুলি।
সব যেন ঘটে গেল হঠাৎই,
কি ঘটল জানতে তুমি উৎসুক বড়ই, তাই না ?
আমার গল্পের শুরু এখানেই—
স্বাভাবিক ভাবেই ছেলেটির দেহ মনে এলো যৌবন
যৌবনের তীব্র সৌরভে হল সে মাতাল,
বুঝি এখানেই শুরু হল বিধাতার খেলা
জীবনে এলো এক মোড়।
মোড় ঘুরেই সে দেখল
হাসিমুখে দাঁড়িয়ে অতি চেনা মেয়েটি।

মনে তার বয়ে গেল এক ঝলক ফাল্গুনী বাতাস
কেমন যেন ভালো লাগলো মেয়েটিকে
ছোট্টবেলার সেই পুতুলগুলোর মত।
ভাললাগা ধীরে রূপ নিল গাঢ় ভালবাসার
জীবনে এলো তার চিরশাশ্বত অতুলনীয় 'প্রেম'।
মেয়েটির কোন কথা না নিয়েই
ছেলেটি করল তাকে হৃদয়ের মক্ষীরাণী।
তার সব পথ শেষ হল মেয়েটির কাছে,
ছেলেটি হয়ে উঠল আবেগ-প্রবণ,
প্রেমের ঘোরেই যেন হাতের লেখনী দিয়ে
বয়ে এলো কিছু কবিতা,
যার প্রতি ছন্দে প্রেমের মাদকতা।
গুরুজন, আপন জনের ভালবাসা তখনও অফুরন্ত
বিনিময়ে সে হল তাদের বিস্মৃত!
প্রতিদানে দিল না শ্রদ্ধার একবিন্দু।
প্রেমিকা নিয়েই মন তার ব্যস্ত তখন,
প্রেমের মন্দিরে সে অঞ্জলি দিল উজাড় করা ভালবাসা!
কিন্তু বিধাতার পরিহাস তখনও হয়নি শেষ—
প্রেমরসে যখন সে মশগুল অতি,
হঠাৎ সে প্রত্যাখ্যাত হল প্রেমের মন্দির হতে,
প্রেমের দেবী নিল না অঞ্জলি তার।
প্রেমিকা বিঁধলো তাকে ঘৃণ্য বাক্যবাণে
ছিঁড়ে গেল তার প্রেমের গাঁথা মালা।
হাসি তার থেমে গেল চূর্ণ করে প্রেমের অহঙ্কার
বিদায় নিল প্রেমিকা তার জীবন হতে।
কালো আঁধার ভরে গেল ছেলেটির পথে,
সামনে দেখল সে ঊষার মরু প্রান্তর।
পিছন ফিরে তাকিয়ে তখন দেখল সবাই পর,
নেই যেন কেউ আপন তার।

একাকী সজল চোখে উদাস অতি আজ !
অতি চঞ্চল সেই ছেলেটা, সব উচ্ছলতা ভুলে
আজ যেন হয়ে গেছে বোবা !
জীবন্ত চোখ দুটি যেন রক্ত জবা ।
স্মৃতি আজ আদর্শ তার, শিক্ষা গেছে ভুলে,
পৃথিবীটা আজ শত্রুপুরী তার কাছে
সকলের সৎ উপদেশ মনে হয় বুঝি পরিহাস তাদের ।
সব চাওয়া যেন তার হয়েছে শেষ,
নেই কিছু আকর্ষিত তার পৃথিবীর বুকে
সব চাওয়ার ঊর্ধ্বে তার চাওয়া !
অতি নির্মম, অতি নির্দয় ভাবে কেটে গেল তার যৌবন বেলা,
যৌবনের গোধূলিতে হঠাৎই একদিন
হল এই গল্পের শেষ—
অতি চরম পরিণতিতে হল 'নায়কের মৃত্যু'
নীরব থেকেই 'নীরব' হল ছেলেটির কণ্ঠ ।
একজন ছাড়া জানলে না কেউ তার ইতিহাস !
অন্তিম শয়নে দেখি অধর ভরা ব্যথা
অতি তৃষ্ণা বুঝি তার তৃষিত বুকে,
আধবোজা চোখে তবু নেই কোন 'অভিযোগ' !
সাজানো গল্প আমার শেষ হল এখানেই
যাচাই করে কোরো প্রেম, কর যেখানেই ।

তোমার অজান্তে

দূর হতে তোমাকে দেখেছি কতদিন কত বার
আমার দুচোখ ভরে,
হয়ত তুমি জাননা কিছুই তার !
জানিনা কি ভাবতে মনে যদি পড়ে যেতাম ধরা,
হয়ত ভাবতে নীচ, কিংবা হতে খুশী !
কোন্ শীতের সোনালী রোদের বিকেলে,
কিংবা ঠিক স্নানের পরে দেখেছি তোমায়
ছাদের সেই কোণটায়, যেখানটায় দাঁড়াও প্রতিদিন
কোনদিন ভিজে চুল শুকোতে কোনদিন মিষ্টি
রোদের স্বাদ নিতে ।
দূরে কোন ল্যাম্প পোষ্টের পাশে নিজেকে লুকিয়ে
দেখেছি তোমার এলো চুলের দোলা
অবাধ্য চুলের গোছা বারবার তোমার
চোখে মুখে আছড়ে পড়ে ঢেউ হয়ে,
তুমি কোমল হাতের ছোঁয়ায় সরাও বারবার
কালো চুলের মেঘ !
দূর হতে দেখি অতৃপ্ত নয়ন মেলে
তোমার চুলের গন্ধ যেন ভেসে আসে নাকে
ধীরে তুমি চলে যাও হঠাৎ বিক্ষিপ্ত পায়ে ফিরে
আসি ভাঙা হৃদয় নিয়ে !
বিদ্যুতের ঝিলিক সম দেখেছি কতবার,
খোলা জানলায় ওপারে চলন্ত বাস থেকে ।
এক ঝলক দেখে তোমায় এঁকেছি তোমার ছবি
আমার মানস চোখে,
দেখেছি সাজিয়ে কত রূপে, দেখেছি তোমার মুখের
ধারালো হাসি, ভিজে ঠোঁটের আহ্বান
স্পষ্ট তোমার চোখে ।

দেখেছি তোমায় পথের বুকে হাজার ভীড়ের মাঝে
শুনেছি তোমার চলার ছন্দ
দূরে জনস্রোতে মিশে দূর থেকে দেখেছি,
তুমি দ্রুতপদে চলেছ যেন কোথায় !
জাননা কিছুই তুমি আমার লুকোচুরি !
কত কাছ থেকে দেখেছি তোমায়
তবু এ যেন এক অপরূপ স্বাদ
দূর হতে শুধু চোখের অনুভব

ঊষর মনের ঝর্ণাধারায়

লেখনী আমার থেমে গেছে তোমার কথা ভেবেই
জানিনা কি লিখব তোমায় নিয়ে ?
তোমায় নিয়ে যতই লিখি হয় নাকো শেষ
আমার মনে তুমি যেন রূপের ঝর্ণা ধারা ।
স্বপনে দেখি তোমায় আমার হৃদয় মাঝে
জাগরণে থাকো তুমি সদাই আমার মনে ।
তোমার কথা ভেবে আমি চোখের জলে ভাসি
দেহের মাঝে তুমিই আমার প্রাণের সঞ্চারিনী
'মরণ' সেও তুচ্ছ লাগে তোমার কথা ভেবে
তোমার ভাবনা ছাড়ে না আমায় একটি দিনও ।
যেদিন তুমি আমায় ছেড়ে দূরে যাবে চলে
জগত ছেড়ে আমিও সেদিন যাব বহুদূরে ।
তুমি যে 'দেবী' মনের মন্দিরে, প্রিয় তুমি প্রাণের চেয়ে
তুমি ছাড়া আমি যেন গন্ধহীন ফুল
তোমায় ছাড়া জীবন আমার পথের ধূলাসম
ঊষর এ মনে তুমিই মরূদ্যান
তুমি শুধু বল যদি জীবন দিতেও রাজী
একবার বল শুধু তোমায় ভালবাসি' ।

তোমার অজান্তে

দূর হতে তোমাকে দেখেছি কতদিন কত বার
আমার দুচোখ ভরে,
হয়ত তুমি জাননা কিছুই তার !
জানিনা কি ভাবতে মনে যদি পড়ে যেতাম ধরা,
হয়ত ভাবতে নীচ, কিংবা হতে খুশী !
কোন্ শীতের সোনালী রোদের বিকেলে,
কিংবা ঠিক স্নানের পরে দেখেছি তোমায়
ছাদের সেই কোণটায়, যেখানটায় দাঁড়াও প্রতিদিন
কোনদিন ভিজে চুল শুকোতে কোনদিন মিষ্টি
রোদের স্বাদ নিতে ।
দূরে কোন ল্যাম্প পোষ্টের পাশে নিজেকে লুকিয়ে
দেখেছি তোমার এলো চুলের দোলা
অবাধ্য চুলের গোছা বারবার তোমার
চোখে মুখে আছড়ে পড়ে ঢেউ হয়ে,
তুমি কোমল হাতের ছোঁয়ায় সরাও বারবার
কালো চুলের মেঘ !
দূর হতে দেখি অতৃপ্ত নয়ন মেলে
তোমার চুলের গন্ধ যেন ভেসে আসে নাকে
ধীরে তুমি চলে যাও হঠাৎ বিক্ষিপ্ত পায়ে ফিরে
আসি ভাঙা হৃদয় নিয়ে !
বিদ্যুতের ঝিলিক সম দেখেছি কতবার,
খোলা জানলায় ওপারে চলন্ত বাস থেকে ।
এক ঝলক দেখে তোমায় এঁকেছি তোমার ছবি
আমার মানস চোখে,
দেখেছি সাজিয়ে কত রূপে, দেখেছি তোমার মুখের
ধারালো হাসি, ভিজে ঠোঁটের আহ্বান
স্পষ্ট তোমার চোখে ।

দেখেছি তোমায় পথের বুকে হাজার ভীড়ের মাঝে
শুনেছি তোমার চলার ছন্দ
দূরে জনস্রোতে মিশে দূর থেকে দেখেছি,
তুমি দ্রুতপদে চলেছ যেন কোথায়।
জাননা কিছুই তুমি আমার লুকোচুরি!
কত কাছ থেকে দেখেছি তোমায়
তবু এ যেন এক অপরূপ স্বাদ
দূর হতে শুধু চোখের অনুভব

উষর মনের ঝর্ণাধারায়

লেখনী আমার থেমে গেছে তোমার কথা ভেবেই
জানিনা কি লিখব তোমায় নিয়ে?
তোমায় নিয়ে যতই লিখি হয় নাকো শেষ
আমার মনে তুমি যেন রূপের ঝর্ণা ধারা।
স্বপনে দেখি তোমায় আমার হৃদয় মাঝে
জাগরণে থাকো তুমি সদাই আমার মনে।
তোমার কথা ভেবে আমি চোখের জলে ভাসি
দেহের মাঝে তুমিই আমার প্রাণের সঞ্চারিনী
'মরণ' সেও তুচ্ছ লাগে তোমার কথা ভেবে
তোমার ভাবনা ছাড়ে না আমায় একটি দিনও।
যেদিন তুমি আমায় ছেড়ে দূরে যাবে চলে
জগত ছেড়ে আমিও সেদিন যাব বহুদূর।
তুমি যে 'দেবী' মনের মন্দিরে, প্রিয় তুমি প্রাণের চেয়ে
তুমি ছাড়া আমি যেন গন্ধহীন ফুল
তোমায় ছাড়া জীবন আমার পথের ধূলাসম
উষর এ মনে তুমিই মরূদ্যান
তুমি শুধু বল যদি জীবন দিতেও রাজী
একবার বল শুধু তোমায় ভালবাসি'।

নামটি ধরে একটি বার কাছে ডাকো প্রিয়ে
চোখের পরে চোখটি রেখে হাসো একটিবার
আমার হাতে হাতটি রেখে পূর্ণ কর মোরে,
অনুভবে বলব আমি তোমার হাতের ছোঁয়া ।
জানিনা কি হয় পাপ, তোমায় কাছে চাইলে ।
বুঝি না বাধা কোথায়
তোমার কাছে এলে ?
এমনি করেই কি থাকব বসে চিরকাল,
আকণ্ঠ তৃষ্ণা আর অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে ?
আমার সে দশা দেখে কি তুমি উঠবে না শিউরে ?
মনে কি পড়বে না পুরোন স্মৃতি
উচ্ছল প্রাণময় সেই দুরন্ত ছেলেটির কথা
তোমায় ঘিরে যে গড়েছিল হাজার স্বপ্ন ।
মাঝে মাঝে মনে হয় সব কিছু ভেঙে করি খান্ খান্
তোমায় নিয়ে হারিয়ে যাই বহুদূর ।
নোন্তা-জলে চোখ ভিজে যায় তোমার কথা ভেবে,
পাছে তুমি ব্যথা পাও মনে ।
আচ্ছা প্রিয়ে তুমি আমায় বাস না ভাল ?
নাকি কর আমায় ঘৃণা ?
তাহলে একবার তুমি বল আমার চোখে চেয়ে
ব্যর্থ জীবন আমার দিই বিসর্জন ।
নয়ত সামনে আমার বল তুমি 'তোমাকেই চাই ওগো প্রিয়'
সব শক্তি নিয়ে একবার দাঁড়াই রুখে ।
দেখি কে ছিনিয়ে নেয় প্রাণ, আমার দেহ হতে ?
শক্ত ক'রে হাতটি ধর প্রিয়,
এসো হে সুন্দর এসো জীবন মাঝে !
এসো মনের সকল কাজে ।
এসো উষর মনে ঝর্ণাধারায় ।

তন্দ্রাহরণী

আর তুমি থেকোনা দূরে ওগো তন্দ্রাহরণী
নতুন সাজে কাছে এসো হয়ে ঘরণী।
পারি না সহিতে আর এ হেন মর্মব্যথা
নীরবে কাঁদি শুধু ভেবে তোমার কথা।
সাড়া কি দেবেনা তুমি আমারই ডাকে ?
প্রতিক্ষনে উঁকি দাও তুমি মনের ফাঁকে
অভিমানে ভরা মুখটি তোমার মনে আছে আঁকা।
চোখ বুজলেই দেখতে পাই তোমায় আমি সখা।
শিশির ভেজা ফুলের মতো তোমার বাঁকা হাসি
আমায় ছেড়ে যাবে চলে, সে যেন মোর ফাঁসি।
উপায় আমায় বলে যাও থাকব কেমন করে,
ভুলব তোমায় কেমন করে ? কেমন করে থাকব দূরে ?
যেয়ো না ওগো চলে, হয়ো না নিঠুর তুমি
শূন্য মনের মন্দিরে বিগ্রহ শুধু তুমি।
'মৃত্যুও হার মানে আমার চাওয়ার কাছে
তোমার কথা ভেবেই শুধু দেহে প্রাণ আছে।
সব দ্বিধা ভেঙে তুমি এসো মোর বুকে ;
এক প্রাণ, এক মন, থাকব সুখে-দুখে।

রহস্যময়ী

আজও তুমি রহস্যময়ী রইলে আমার কাছে,
তুমি এক বিস্ময় আমার মনে !
মাঝে মাঝে মনে হয়, নও তুমি মানবী,
পাথরে গড়া কোন মূর্তি মানবীর।
তোমার হাসি কান্না, আবেগ উচ্ছ্বাস
মনে হয় কৃত্রিম বুঝি।
কিন্তু যখন তোমার গালের টোলটা দেখি
কিংবা উপভোগ করি তোমার চুলের গন্ধটা
মনে হয় তুমি মানবী নিশ্চয়,
শুধু কৃত্রিম তোমার হৃদয়খানি,
তাই তুমি বোঝনা অন্যের ভাবধারা
অনুভবে আসে না অপরের মর্মব্যথা ;
গ্রাহ্য কর না তৃষিত মনের হাহাকার।
কিন্তু যখন তুমি যৌবনভরা লতানো দেহটা
দুলিয়ে উচ্ছল হাসিতে নেচে ওঠ
ধারণা আমার ভেঙে যায় কাঁচেরই মতো।
একটু ধারালো কথার খোঁচায় যখন
তোমার দুচোখ বেয়ে নামে গরম জলের স্রোত,
দেখতে লাগে রোমান্টিক এলো চুলের ফাঁকে,
কিন্তু ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দটা বুকে বাজে দারুণ
তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারি না ?
সত্যি কি সাময়িক কথার খোঁচায়,
নাকি মরুর বুকে তৃষিত পথিককে
শূন্য পাত্রে ফেরাবার শোকে ?
কতদিন দেখেছি তোমায় কত কাছ হতে
পেয়েছি নিবিড় পরশ তোমার,
তোমার নিঃশ্বাসের উষ্ণ সমীরণে,
হয়েছি শিহরিত, হয়েছি রোমাঞ্চিত।

বন্ধ চোখে বলতে পারি হাতটি ধরে তোমার,
হাজার হাত ছুঁয়েও।
তোমার চলার ছন্দ গুণে বুঝতে পারি
আছো কেমন মুডে।
বাতাসে সাঁতার কেটে বলতে পারি
তোমার গায়ের গন্ধ এটা।
চিনেছি তোমায় এমনই আপন করে,
তবু পাইনি ঠিকানা তোমার মনের।
আমার কাছে মনটি তোমার
অজানা এক জগত।
আঁধার ঘেরা সেই জগতে যাইনি কোনদিন ;
পাইনি খুঁজে সে জগতের গোপন ইতিহাস
জানি না কি চাপা আছে সে জগতের বুকে?
প্রেমের মালা হয়কি সেথা গাঁথা,
নেইকো তাহা জানা।
ভালবাসার এত জ্বালা বুঝিনি তখন,
তোমায় চাওয়ার আগে।
চঞ্চল হয়ে গেল ভাবনা ভরা মন,
তোমায় ছাড়া একটি দিনও কাটে নাকো আর।
ভাবি মনে, চোখে তোমার রেখে চোখ
কাটাই আমি জীবন ভোর।

এক দল কুঁড়ি

যৌবনের স্নিগ্ধ ভোরে কচি হৃদয় নিয়ে
মেলেছিলাম ডানা সেদিন, আমরা কজন।
মুক্তির স্বাদে ভরপুর ছিল কাঁচা সবুজ মন,
খুশীতে উপছে পড়া মন, ভুলেছিল জগতটাকে,
আমরা কজন গড়েছিলাম নতুন পৃথিবী এক।
প্রেম ভরা মৌমাছি কটা ছিল সে জগত জুড়ে,
কর্কশ কণ্ঠে মোদের এসেছিল ছেঁড়া ছেঁড়া সুর
চোখে ছিল দিগ্বিজয়ীর সফল দৃষ্টি।
মনে ছিল অসীম উন্মাদনা।
মনের ব্যবধান মিশেছিল সেদিন
একই ভাবের মোহানায়।
আনন্দের অপার সাগরে সেদিন মোরা
কেটেছি সাঁতার অনেক।
সূর্যের অনেকটা উত্তাপ সেদিন
ধরেছিলাম আমাদের মনে,
যৌবনের লেলিহান শিখা তীব্র তৃষ্ণা নিয়ে—
ঘুরেছিল সেই ছোট্ট জগত জুড়ে।
কিন্তু বারবার রূঢ় বাস্তবের পদতলে
হার মেনেছে লজ্জায় রাঙা হয়ে।
একে অপরের পরশে ছিল যাদুময় এক শিহরণ
ফুটন্ত কটা যৌবনের দুরন্ত পাগলামিতে
জেগেছিল পৃথিবী সেদিন,
মেতেছিল প্রকৃতি সেদিন আমাদের নেশায়
ভরা খুশীর মজলিশে।
কৃত্রিম কস্‌মেটিক্‌ আর মধুমাখা যৌবনের
মাতালকরা গন্ধে বাতাসটাই গেল বদলে,

বাতাসের সুরে সেই অদ্ভুত সুড়সুড়ি
আর নরম হলুদ হাতের ছোঁয়া,
সে যেন এক অনাস্বাদিত-পূর্ব রাজসিক অনুভব !
আমাদের সমগ্র প্রার্থনা পিছনে ফেলে
সূর্যদেব ধীরে বিদায় নিলেন ।
পশ্চিমের গায়ে তখন লাল সিঁদুরের ছটা
গঙ্গাতীরের পরিচিত কুলুকুলু সুর
ভেসে এলো আমাদের কানে ।
পিছনে কালো আঁধার মনে করিয়ে দিল,
কঠিন বাস্তবে ঘেরা খাঁচায় ফেরার পালা,
অতি ক্ষীণ । দুর্বল আমরা,
তাই নির্লজ্জের মতই হেরে গেলাম বাস্তবের কাছে !
"সারাটা দিন" স্মৃতির থলিতে ফেলে
রওনা দিলাম বাস্তবের হাত ধরে,
ভাবিনি একটু আগেও যেতে হবে ফিরে আবার,
সেই পুরোন-গলা-পচা জঘন্য জগতে,
যেখানে শুধু বাধা প্রতি কাজে
যেখানে অসংখ্য কাঁটার জ্বালা,
যেখানে পরাধীন নিজেই নিজের কাছে—
যেখানে শুধু বাঁধাধরা ফর্মুলা দিয়ে
জীবনের সব অঙ্ক হয় কষা ।
তবুও এলাম ফিরে সেই জগতেই !

মনের বাসরে তুমি

মেঘলা দিনে ময়ূর নাচে
ফাগুন বেলায় কোকিল ডাকে,
শাখাভরে শিউলি ফোটে,
তোমায় দেখি মনের ফাঁকে।
দুচোখ মেলে দেখি শুধু
তোমার রূপের বহ্নি।
ঊষর মনের মাঝে তুমি যে চঞ্চল স্রোত
ওগো অষ্টাদশী তন্বী!
দুজনায় দুটি তৃষিত হৃদয়ে আজ
হোক রাখী বন্ধন,
সাক্ষী থাক আকাশ বাতাস আমাদের প্রেমে
সাক্ষী ফুল চন্দন!
মধুচন্দ্রিমার এই রাত থাক স্মৃতি হয়ে
চিরকাল দুটি বুকে,
স্বপ্ন দিয়ে বাঁধব মোরা ছোট্ট পৃথিবী
রইব সুখে-দুখে।
জীবন-মাঝে এসে তুমি
নিভিয়ে দেবে আগুন,
রুক্ষ এ মনের মাঝে আনবে তুমি
নতুন ফুলের ফাগুন!

প্রেম ও স্বপ্ন

জীবনের মধুমাসে একাকী আমি
শুধু তোমারই জন্য !
তোমাকে নিয়েই স্বপ্ন যত তোমাকে নিয়েই ভাবনা ।
মন আমার ব্যস্ত শুধু তোমায় নিয়ে,
এ জীবন কিছু আর নেই শুধু তুমি ছাড়া
তুমিই রাণী হৃদয়ে আমার ।
তোমায় ছাড়া এ জীবন যেন প্রাণহীন দেহ—
তোমাকে ভুলে থাকা সে যেন মৃত্যু আমার ।
কি করে বোঝাবো তোমায় কত যে তোমাকে চাই
তুমিই যে প্রেম হৃদয়ে আমার
শত্রু মিত্র আমার তুমি, তুমিই প্রাণেশ্বর ।
তুমিই আমার তৃষ্ণার জল ।
তোমার নরম হাতে আমার হাতটি রেখে
চোখে মিলিয়ে চোখ
একবার শুধু বল সেই চেনা স্বরে—
'ভালবাসি তোমাকেই' ।
মনের মসনদে করে তোমায় শাহাজাদি—
বাঁধবে বাসা তোমারই বান্দা
রাখব তোমায় মনের সুখে
ভাসাব খুশীর স্রোতে, দিয়ে শেষ রক্তবিন্দু
একবার শুধু সাড়া দাও আমার কল্পনা জগতে
একবার হাসো শুধু আমার খুশীতে
স্বপ্নের আবেগে আমার এসো সত্যি হয়ে
আমার ব্যথার তুমি যেন এক ফোঁটা জল ।
শক্ত করে হাতটি ধরে দাঁড়াও আমার পাশে
একটু সাহস দাও আমার সবুজ মনে,
ভেসে যাব দুজনায় দরিয়ার বুকে
ডুবে যাব দুজনে প্রেমের অতলতলে ।

বাধা যত করব চূর্ণ দুজনার মনোবলে
দুটি হৃদয় এক করে গড়ব মোদের দুর্গ,
আসুক ঝড় আসুক বিপদ টলব নাকো মোরা,
আমার বুকে মুখটি রেখে বাঁধবে তুমি আশা,
এ শুধু মিথ্যে স্বপ্ন আমার নয়তো ওগো।
এ যেন জ্বলন্ত কল্পনা আমার বাস্তব মনে,
তুমি ছাড়া এ জীবন-নদী শুকাবে নিশ্চয়।
করাল মৃত্যুর মুখে ফেলে তুমি
নিও না বিদায় ওগো দরদী।
পূজারীর অঞ্জলি ফেলো না দূরে ছুঁড়ে,
ওগো দেবী তুমি কি বোঝনি
এ বিষের যাতনা ?

স্মৃতির অ্যালবাম থেকে

আজও মনে আছে দিনটি আমার
সারাদিন ঝিমঝিম বৃষ্টি ধারা
আঁধার মেঘের কম্বল ঢাকা ছিল নীলাকাশ,
শাওনের 'সেই শেষলগ্ন' গাঁথা আছে আজও মনে—
মেঘলা দিনে মেঘলা মনে অবশ দেহটি
শিথিল অলস ভাবে বিছিয়ে ছিলাম একা
একাকী আমি ভাবছি রঙীন মনে ডুবে
আলতো ঘুমের চাদর ঢাকা দিয়ে,
উত্তরের জানালা দিয়ে জলের কটা বিন্দু,
এসে পড়েছিল মুখের উপর।
তবু বন্ধ করিনি ইচ্ছা করেই—
স্বপ্নালু ঘুমের আবেশটা ছিঁড়ে
যাচ্ছিল বারবার হঠাৎ বাজের শব্দে।

কানে বাজছিল এক ঘেঁয়ে শুন্‌শুন্‌ সুর,
হঠাৎ তারপর মেঘলা দিনের প্রথম সূর্যের মতো
মৃদু পায়ে তুমি এলে ঘরে,
লাজনত চোখে তবু মুখের চোরা হাসি
যেন পূর্ণিমার সোনালী আলো !
হরিণীর চোখে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক
তবু কি মোহময়, সে চাওয়া !
রোমাঞ্চে কম্পিত হাতটি তুমি রাখলে আমার হাতে
আধো নত মুখটি তোমার তুললাম ধীরে
দুজনার দৃষ্টি হল একাকার ।
দুটি হৃদয় রোমাঞ্চে কম্পমান, কথা নেই কারো মুখে
অতৃপ্ত মনের কামনা বাসনা যত অশ্রু হয়ে যায়
এলো দুটি চোখের কোলে !
জীবনে প্রথম সেদিন করলাম যেন দেবী দর্শন
রূপ যে এত সুন্দর বুঝিনি তোমায় দেখার আগে
জীবনে দুলিনি কখনও এমন খুশীর দোলায়
আবেগে বিহ্বল তুমি মুখটি লুকালে
আমার বুকের মাঝে,
আমিও বাহুডোরে বেঁধেছিনু তোমায়, সেদিন জানিনা কতক্ষণ
হঠাৎ কোন চেনা স্বরের ডাকে ভেঙ্গেছিল চমক,
লজ্জায় তুমি চাওনি আমার দিকে
শুধু হেসেছো লুকিয়ে টোল পড়া গালে অনেকটা সময় !
দেখেছ আড়চোখে দূর হতে চেয়ে !
সময়ের স্রোতে ছোট্ট খড়ের মতো,
ভেসে গেছে বহুদূরে সেই মায়াবী মেঘলা দিনে।
আঁধার মনের মাঝে রয়ে গেছে শুধু
'স্মৃতি জোনাকীর আলো" হয়ে—
গাঁথা আছে যত্ন করে
শুক্‌নো মনের ঘূণধরা অ্যালবামে !

ভিজে মাঝরাতে

কালো রাতের মধ্যাহ্ন তখন, থমথমে নিশ্চুপ।
প্রথম ঘুমের প্রবল প্রতাপ কেটে গেছে অনেকটা
অঝোর বৃষ্টির পর বাইরে টুপটাপ শব্দ
পাতার অশ্রু ঝরার শব্দ, আর ব্যাঙের প্রেমালাপ।
ঝিঁঝির জলসাও ক্রমে উঠেছে জমে,
ভিন্ন স্বাদের সেই সরগমে কানটা সজাগ ছিল
চোখটাও সজীব হল সব অলসতা ঝেড়ে ফেলে,
একটু পাশ ফিরে তাকালাম খোলা জানালা পথে
আঁধার কালো গাছগুলো মাথা নাড়ছিল দৈত্যের মতো।
জোনাকীর দল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিল
ঘন আঁধার ঘোচাবার মতলবে।
অনেক বৃষ্টি দেবার পর মেঘের দল ব্যস্ত ছিল
আপন গৃহে ফিরতে দ্রুত ডানা মেলে।
ছেঁড়া ছেঁড়া নীল আকাশ হাসিমুখে দিচ্ছিল উঁকি।
জানিনা চাঁদটা গিয়েছিল কোন দেশে
একবারও এলোনা কাছে।
ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দটা প্রহর গুণছিল একভাবে।
ছেড়ে যাওয়া ঘুম ভুলে গেল আমার দুচোখ।
স্বপ্নের মত কথা কত দুলছিল মনের দোলায়,
অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের কত কিছুই
হাতছানি দিল নিঃশব্দ অসাড় মনটাকে।
অসীম সুন্দর আর বীভৎস কুৎসিত চিন্তায়
যখন বিভোর আমার মন।
হঠাৎই রঙিন পাখা মেলে তুমি উড়ে এলে
খোলা মনের সোনালী আকাশে,
তোমার ডানার ঝাপটায় সব হয়ে গেল তছনছ,
নীরব, অনড় মনটা বিক্ষিপ্ত উল্কার মত
ঘুরপাক খেলো তোমার চারিদিকে।

প্রথম সূর্যোদয়ের মত রঙিন আভায় রাঙিয়ে
তুমি হাসলে সূর্যমুখীর মত।
কুসুম-কোমল হাতটি তুমি বাড়ালে আমার পানে,
সাগ্রহে আমি নিলাম সে হাত আমারই হাতে।
অদ্ভুত কমনীয় সে ছোঁয়ায়, মন আমার হারিয়ে গেল।
কানে কানে তুমি বললে কিছু কথা
রোমাঞ্চভরা সে ফিস্‌ফিস্‌ কথায় বিভোর হয়ে
তোমার হরিণী চোখে রাখলাম চোখ।
মোহময় সে চোখের কি অদ্ভুত সে আবেদন !
সেই অমৃতসমান স্বর্গীয় মুহূর্ত—
"কথা দিলাম", "কথা নিলাম" দুজনে দুজনার।
জানিনা স্বর্গসুখ কাকে বলে ?
তবু মনে হয় এর চেয়ে বুঝি তুচ্ছ শতগুণে।
এমন স্বর্গসুখে বিভোর যখন দেহমন,
ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল মুখে চোখে,
আমি যে ঘুমিয়ে ছিলাম, পড়ল এবার মনে
কোথায় তুমি ? জিজ্ঞাসিনু আপন মনে।

অস্ফুট স্বর

অশান্ত ঘূর্ণির মত ইচ্ছা ঘোড়াটা
ছুটছিল মনের আঙিনা ঘিরে,
তার বিক্ষিপ্ত ক্ষুরের আঘাতে
ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল মনের অঙ্গন।
তোমার দিকে নিশানা করে হঠাৎ সে গেল থেমে,
তার বুকের পাঁজরে একটি কথা বিঁধে আছে বহুদিন।
গুমরে থাকা চাপা কথাটা
মাঝে মাঝে কষ্ট দেয় গলায় ফোটা কাঁটার মত।
অনেক সহ্যের সীমা পেরিয়ে সে জেদ ধরল
তোমাকে বলবই আজ সেই "না বলা কথা"
শুধু বলব ভেবেই সে উঠল কেঁপে,
দুচোখের ঘুম তার নিল বিদায়।
নিঃশ্বাসের ছন্দ গেল বদলে
বদলে গেল পৃথিবীর সব কিছু।
কেউ বলে, এটা নাকি বয়সের ধর্ম।
যৌবনের ক্ষয়রোগ অনেকে বলে।
তোমাকে বলবো ভেবে যাবার আগে
এলো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিছু দুর্বলতা
সূর্যের প্রখরতা নিয়ে এসেছিল যে ইচ্ছাটা
এখন যেন হয়ে গেল জোনাকির আলো।
তবু সাহসে ভর করে গেল সে তোমার কাছে
প্রথমে শুধু দেখল তোমায়, পিপাসু দু চোখ মেলে।
সে চোখের চাওয়া দেখে তুমি লজ্জা পেলে হঠাৎ।
গোলাপী মুখের নিচে নীলাভ শিরায়
বয়ে গেল এক ঝলক রঙের স্রোত।
দু-চোখের স্বপ্নালু আবেশ সরিয়ে
ভাবল সে, "শপথের কথা",

যে কথা বলব বলেও হয়নি বলা
বলবো আজ সেই তৃষিত কথা
আগে থেকে ভেবে রাখা কথাগুলো
শুধু ভুল হয়ে যাচ্ছিল বারবার !
তুমি হঠাৎ তার এই বিষণ্নতা দেখে,
প্রশ্ন ছুড়লে "কিছু কি হয়েছে তোমার ?"
অপ্রস্তুত হয়ে হঠাৎ সে একটুকরো হাসি ছড়িয়ে দিল
আনমনা চিন্তায় ঘামে ভেজা মুখে !
তারপর একটু ইতস্ততঃ করে,
তোমাকে ডাকল কাছে, তোমার ছোট্ট প্রিয় নামটি ধরে,
তুমি অবাক হলে না,
কারণ এমনই ডেকেছে সে বহুবার বহুদিন,
তুমি উচ্ছল হাসিতে ভরে সাড়া দিলে
খুব কাছে এসে, যেমন দিয়েছো আগে কতবার।
সমস্ত সাহস এক করে বলতে গেল কথাটি,
কিন্তু তোমার চোখে চোখ রেখে স্বর তার উঠল কেঁপে,
তুমি ডাগর চোখে চেয়ে ছিলে চেনা মুখটার দিকে,
সে চাওয়ার এক অদ্ভুত অনুভূতি রুদ্ধ করল কন্ঠ তার।
চতুরের চাতুরী যত ব্যর্থ হল সব,
পারল না বলতে তোমায় না বলা সহজ কথাটি !
বুকের গোপন যন্ত্রণা চেপে এলো সে চোখের অন্তরে,
বুকে কাঁটা রইল বেঁধা, যেমন ছিল আগে।
তবু মুখ ফুটে এলোনা কিছুতেই
গুমরে মরা সেই 'অস্ফুট স্বর'।

নিশীথে একাকী

নিস্তব্ধ, নিঝুম কালো মাঝরাতে
আমি জেগে থাকি,
সাথিহারা হরিণের মত ক্লান্ত চোখ মেলে।
বিছানার সাথে আড়ি করে চলে আসি
খোলা আকাশের নিচে।
ধীর পায়ে দাঁড়াই এসে পুরোন ছাদের বারান্দায়।
এক নতুন স্বাদের অনুভূতিতে চোখ মেলে তাকাই
দূরে সোনামাখা আকাশের দিকে,
তারাগুলো হাসে ঠিক তোমার মত মিটমিট করে,
দেখতে ভালো লাগে, আবেগে তন্ময় হয়ে
ওদের সাথে হেসে ফেলি অজান্তে।
তারপর হঠাৎ মনে হয় ওরা বিদ্রূপ করছে আমাকে,
আমার ভীরু ভালবাসাকে।
অভিমানে পথের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিই মুহূর্তে!
ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকারে নিচের সবকিছু ঝাপসা মনে হয়,
ঘুমন্ত গাছগুলো একেবারে ঝিমিয়ে গেছে
সারাদিনের একটানা পরিশ্রমে!
ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।
আবছা অন্ধকারে দূরে পুরোন ভাঙা প্রাচীরটার দিকে
অপলক চোখে চেয়ে থাকি অনেকক্ষণ।
দখিনা বাতাসটা ভাবনার ওড়নাটি দুলিয়ে দিয়ে যায়,
ভাঙা ওই প্রাচীরটা একদিন ছিল নতুন
হয়েছিল তার শুভ সূচনা।
আমারও জীবনও ছিল তেমনই নবীন
কচি সবুজ, স্নিগ্ধ শীতল সুগন্ধী ফুলে ভরা,

পথের বাঁকে

এলোচুলে পিছন ফিরে তুমি
দাঁড়িয়ে ছিলে ছাদের কার্নিসে।
তৃষিত চাতকের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম বাসস্ট্যাণ্ডে
বাদুড় ঝোলা একটি বাস ছেড়ে দিলাম
নিজের অক্ষমতায়।
চোখ তুললাম আবার তোমার দিকে
রাস্তার গলা পিচটার সাথে তুলনা করছিলাম
তোমার কালো চুলের।
মসৃণ, ভ্রমর কালো একরাশ চুল
লুটোপুটি করছিল তোমার পিঠের পরে।
বাতাসে ভর করে তোমার চুলের মিষ্টি গন্ধটা
চুপিচুপি যেন ভেসে এলো আমার নাকে,
আহা! কেমন শিরশির্ করে উঠল বুকটা!
কালো চুলের নিচেই গোলাপের পাপড়ি পাতা মুখটি
তুমি ফেরালে হঠাৎ পথের পানে,
রোদের তেজে ক্লান্ত চোখদুটি অপূর্ব উন্মাদনায়
জীবন্ত চনমনে হয়ে উঠল।
পূর্ণিমার চাঁদ দেখেছি অনেক,
দেখিনি এমন চাঁদের আলো।
চাঁদের বুকে কলঙ্কের মত
তোমার গালে ছোট্ট তিলটা করেছে সুন্দর আরও।
কি জানি কি ভেবে তুমি উঠলে হেসে খিলখিলিয়ে,
হয়ত পথের মাঝে আমাকে উদাস বিসন্ন দেখে!
তোমার হাসিতে যেন মুক্ত ঝরে গেল।
ধারালো হরিণী চোখ আর লালচে ঠোঁটের মাঝে
গভীর হ্রদের মত টোল, করল মনকে পাগল!
রোমাঞ্চে উঠলাম কেঁপে,
কর্কশ পথ চলতি ভীড়েও খুঁজে পেলাম
অনাস্বাদিতপূর্ব রোমান্স।

রোদের প্রখরতা বেড়েছে অনেক,
হঠাৎ নৃত্যের ভঙ্গীতে কোমল মাংসালো দেহটা দুলিয়ে
মুহূর্তে অদৃশ্য হলে ছাদের কার্নিশ হতে।
অচেনা, অজানা, নাম না জানা 'তোমাকে'
মনের সঙ্গোপনে অতি আপন করে
সাথে নিয়ে উঠলাম বাসের সিঁড়িতে।
জানিনা আসবে কি কোনদিন? জীবনে কিংবা স্বপনে?
কত সুখ, কত আশা ছিল সে প্রাণে!
ধীরে ধীরে সব স্বপ্ন হল ভঙ্গ,
পড়েছিল স্বপ্নের ভিতে প্রেমের তাজমহল,
মনের মসনদে বসিয়েছিলাম শাহাজাদী মমতাজ!
জীবন অগেই হল ছিন্ননীড়, হলাম বিসন্ন উদাসী?
ভাবনার গভীর অতলে যখন গেছি ডুবে!
হঠাৎই নিশাচর এক উঠল ডেকে
বিশ্রী কর্কশস্বরে?
ভাবনার ঢেউগুলো ভেঙে একাকার হল
বিস্তীর্ণ মনের সাগরে!
ফিরে পেলাম ধীরে পায়ের নিচে ছাদের বারান্দা,
চোখের কোল বেয়ে দু-ফোঁটা গরম জল
পড়ল ঝরে, আমার অজান্তে।
দুর্বল মনটা ভাবনার পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল,
অন্ধকারে মাকে খুঁজে না পেয়ে
পাশের বাড়ীর কচি ছেলেটা কেঁদে উঠল।
চিরনতুন আকাশটার পানে দেখলাম আরেকবার।
সোনালী তারাগুলো হাসছে আগের মতই
সোনা ঝরিয়ে, তোমাকে মনে পড়ল আবার।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরলাম বিছানায়,
ক্লান্ত মনের শ্রান্ত দেহটা এলিয়ে দিলাম,
ঘুম এসে নিয়ে গেল অন্ধকারের দেশ!

॥ শেষ ॥